যন্ত্রকোষ।

প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষ এবং অন্যান্যদেশীয়
সঙ্গীতযন্ত্রসমূহের বিবরণ।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর
কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা।

শকাব্দা ১৭৯৭।
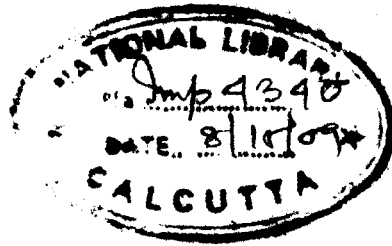
কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, নং ৩০, মধ্যস্থ যন্ত্রালয়।
শ্রীঅভয়চরণ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

TO

H. WOODROW, Esq., M. A.,

OFFG DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION,

BENGAL,

THIS BOOK IS MOST RESPECTFULLY DEDICATED

BY

THE AUTHOR.

ভূমিকা।

যন্ত্রোকোষ প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রাচীন ও অধুনাতন ভারতবর্ষীয় এবং অন্যান্যদেশীয় সঙ্গীতযন্ত্র সমূহের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি প্রধানতঃ মূল ও পরিশিষ্ট, এই দুই ভাগে বিভক্ত। মূলে কেবল ভারতবর্ষীয় যন্ত্রাবলীর বিস্তারিত ইতিহাস এবং পরিশিষ্টে অপরাপর দেশের যন্ত্রবিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষেরও কোন কোন যন্ত্রের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষীয় যন্ত্রের সহিত অন্যান্য দেশীয় যন্ত্রের উদ্ভব, অবয়ব, নাম ইত্যাদি নানা সংস্কৃত, পারস্য এবং ইংরাজি গ্রন্থের সাহায্যে পরস্পর মিলাইয়া, তাহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু জানি না, এই কোষ আমার ভাগ্যক্রমে যথার্থ যন্ত্ররূপ মহাধন দ্বারা পূরিত অথবা কেবল যন্ত্রকোষ এই বৃথা নাম মাত্রেই আখ্যাত হইল, তাহা পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, মদীয় পূজ্যপাদ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন সময়ে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

কলিকাতা,
পাথুরিয়াঘাটা।
১লা পৌষ, ১২৮২।

—※—

YANTRA KOSHA

OR

A TREASURY OF THE MUSICAL INSTRUMENTS
OF ANCIENT AND OF MODERN INDIA,
AND OF VARIOUS OTHER
COUNTRIES.

BY

SOURINDRO MOHUN TAGORE.

President, Bengal Music School.

Calcutta:

1875

সূচিপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা

শুষিরযন্ত্র।

প্রকরণ		পৃষ্ঠা
	শঙ্খজাতি	৮৫
	দ্বিনলযন্ত্র	৮৬
	তিত্তিরী	৮৬
	শুষিরযন্ত্র	৮৯
	আনদ্ধযন্ত্র	৯৪
আনদ্ধযন্ত্র।	মৃদঙ্গ	৯৬
	ঢোলক	৯৮
	তব্‌লা বা তল-মৃদঙ্গ	৯৯
	ঢোল	৯৯
	ঢক্কা	১০০
	কাড়া	১০০
	নাগ্‌রা	১০১
	জগঝম্পা	১০২
	তাসা	১০২
	দামামা	১০২
	টিকারা	১০৩
	যোড়ঘাই	১০৩
	খোরদক্	১০৪
	ডমরু	১০৪
	আনদ্ধযন্ত্র	১০৫
	ঘনযন্ত্র	১০৬
ঘনযন্ত্র।	ঝঞ্জা বা ঝাঁজর	১০৮
	সপ্তশরাব	১০৮
	নূপুর	১০৯
	ঘড়ি	১০৯

চিত্র-সূচি।

যন্ত্রকোষ।

এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালাবধি নানাবিধ বাদ্য-যন্ত্রের প্রচলন আছে, অপর কতকগুলি, সঙ্গীত কুতূহলী মহাত্মাদের উৎসাহে অধুনা সৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। হিন্দুরা ঐ যন্ত্র-সমূহকে প্রধান চারিভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন (১) যথা—তত অর্থাৎ যে সকল যন্ত্র তন্তু বা তারসংযোগে বাদিত হয়, যেমন বীণা, সেতার, রবাব, সরোদ, দেওড়া (২) সারঙ্গী, রঞ্জনী, সারিন্দা, তম্বুরা, মীনসারঙ্গী, কানুন, সুরশৃঙ্গার, মোচঙ্গ, একতারা, অলাবুসারঙ্গী, আনন্দলহরী, স্বরবীণা, গোপীযন্ত্র, এসরার্ ইত্যাদি। শুষির অর্থাৎ যে সমস্ত যন্ত্র বায়ুদ্বারা বাদিত হয়, যথা শঙ্খ, বংশী, বেণু, বুকা, আলগোজা, গোমুখ, লম্ব-বাঁশী, রৌসনচৌকি, সানেয়ী বা সানাই, শৃঙ্গ, রণশৃঙ্গ, তুরি, কলম, তুবড়ি ইত্যাদি। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নাগবদ্ধ নামে এক

---

(১) ততানদ্ধং শুষিরং ঘনমিতি চতুর্ব্বিধং।
ততং বীণাদিকং বাদ্যমানদ্ধং মুরজাদিকং॥
বংশ্যাদিকন্তু শুষিরং কাংস্যতালাদিকং ঘনং॥

ইতি দামোদরে।

(২) এই যন্ত্রটিকে আপামরীভাষায় খুটিঅলী কহে।

প্রকার শুষির যন্ত্র ছিল, স্কটীস্ ব্যাগ্‌পাইপ তাহার অনুকৃত। আনদ্ধ অথবা বিতত অর্থাৎ যে সকল যন্ত্র চর্ম্মাচ্ছাদিত হইয়া বাদিত হয়, যেমন মৃদঙ্গ, খোল, তব্‌লা, ঢোলক, ঢোল, মর্দ্দল, শব্ধনী, ঘুট্রু, ডম্ফ, ডম্বরু, হুড়ুকা, ঢক্কা, জগঝম্প, চর্চ্চরী, ধারা, কাড়া, নাগরা, (১) টিকারা, ধামসা, খোরদক ইত্যাদি। ঘন অর্থাৎ লৌহ বা কাংস্য ইত্যাদিধাতুনির্ম্মিত যন্ত্র সমূহ, যেমন ঘণ্টা, ঝাঁঝর, কাঁসর, কাঁসি, খটতালী, খরতাল, মন্দিরা, সপ্তশরাব বা জলতরঙ্গ, ঘড়ী, রামখরতালপ্রভৃতি, এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে আরও বহুবিধ যন্ত্র ছিল, সে সকলের এক্ষণে বড় প্রচলন নাই।

কথিত চতুর্বিধ যন্ত্রের মধ্যে তত যন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—সভ্য ও গ্রাম্য, তদ্ভিন্ন ত্রিবিধ যন্ত্র প্রত্যেকই আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—সভ্যযন্ত্র (২), বাহির্দ্বারিক যন্ত্র (৩) এবং গ্রাম্যযন্ত্র (৪)। সভাতে যে সকল যন্ত্র সর্ব্বদা বাদিত হয়, সে সকলের নাম সভ্যযন্ত্র। সভ্যযন্ত্র আবার দুইভাগে বিভক্ত, যথা—স্বতঃসিদ্ধ (৫) এবং অনুগতসিদ্ধ (৬); যে সকল যন্ত্র গাত অথবা অন্য কোন যন্ত্রের অননুগত হইয়া বাজে, সে

(১) নগরে ঘোষিত হয় বলিয়া ইহার নাম নাগরা হইয়াছে

(২) Drawing room instruments.

(৩) Out door instruments.

(৪) Pastoral instruments.

(৫) Solo.

(৬) Accompanied.

গুলির নাম স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র, যথা—বীণা, ত্রিতন্ত্রী বা সেতার, রুবাব, সরোদ, রঞ্জনী, কানুন, সুরতরঙ্গ, স্বরবীণা, সুরশৃঙ্গার এই সমুদয় তার-যন্ত্রগুলিই স্বতঃসিদ্ধ-সভ্যযন্ত্রমধ্যে পরিগণিত। শুষিরযন্ত্রের মধ্যে এতদ্দেশে বংশী ব্যতীত অন্য কোন রূপ স্বতঃসিদ্ধ সভ্যযন্ত্রের বড় ব্যবহার নাই। কথিত যন্ত্র সমূহের মধ্যে যে গুলির বহুপ্রচলন সেইগুলি ক্রমশঃ বিবৃত করা যাইবে।

প্রথম অধ্যায়।

মহতী বীণা (১)।

এই যন্ত্রটী অতি প্রাচীন ও সর্ব্বযন্ত্রপ্রধান, মহর্ষি নারদ-কর্ত্তৃক ইহা প্রথম সৃষ্ট হয়। সংস্কৃত-শাস্ত্রকারেরা বলেন, এই যন্ত্র

(১) প্রাচীন-সঙ্গীত-শাস্ত্র-কর্ত্তারা তারযন্ত্র মাত্রেরই প্রথমে সামান্যতঃ "বীণা" এই ব্যাপক আখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া পরে বিশেষ বিশেষ আকার ও প্রকৃতি অনুসারে মহতী বীণা, রুদ্র বীণা, সারস্বত বীণা, রঞ্জনী বীণা, কচ্ছপী বীণা ও স্বরবীণা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ব্যাপ্য নামও প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি আমরা মহতী বীণার বিষয় বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সুতরাং এ স্থলে বীণা-সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিব, কুতূহলী পাঠকগণ তৎ সমুদয়ই

মনুষ্যদেহের অনুকৃত; মনুষ্যদেহে যে রূপ একটী মেরুদণ্ড আছে, ইহাতেও ঐ মেরুদণ্ডের পরিবর্ত্তে একটী বংশদণ্ড থাকে। মনুষ্যদেহে তিনটী স্বর স্থানের মধ্যে নাভি এবং মস্তক এই দুইটীই যেমন প্রধান স্বরস্থান, ইহাতেও তদনুযায়ী বংশদণ্ডের উভয়পার্শ্বে দুইটী অলাবু যোজিত থাকে। দেহের পরিমাণানুরূপে নাভিস্থানহইতে তারস্থান পর্য্যন্ত নবমুষ্টিপরিমিত স্বরস্থান রাখিবার সচরাচর বিধি আছে। নারদ-নির্ম্মিত এই জাতীয় বীণাকে মহতী বীণা বলা যায়। এই বীণাতে সচরাচর তিনটী লৌহের এবং চারিটী পিত্তলের সাকল্যে

মহতী বীণা-সম্বন্ধীয় জানিবেন। এই যন্ত্রটী ভারতবর্ষীয় সর্ব্বপ্রকার বাদ্য যন্ত্র অপেক্ষা অধিকতম প্রাধান্য লাভ করিলেও যে,ইহার বাদক সংখ্যা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় না, বোধ হয় ইহার বাদন-ক্রিয়ার কাঠিন্য ও অতিরিক্ত-পরিশ্রম-সাধ্যত্বই তাহার অদ্বিতীয় কারণ; তজ্জন্যই সঙ্গীত কুতূহলীদিগের মধ্যে অনেকেই অগ্রসর হইতে পারেন না। বিশেষতঃ উক্ত যন্ত্র বাদনাভ্যাসে যেরূপ পরিশ্রমের আবশ্যক, তদপেক্ষা অল্পায়াসে কচ্ছপী বীণা বাদনে সমধিক পটুতা জন্মিতে পারে এবং কচ্ছপী বীণাতেও প্রায় বীণার যাবতীয় কার্য্যকৌশল প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বীণাবাদন এতদূর দুরূহ ব্যাপার যে, এই বিস্তীর্ণ ভারতভূমিতে সঙ্গীতের এত অধিক চর্চ্চা সত্ত্বেও আমরা নিম্ন লিখিত কয়েক ব্যক্তি মাত্র বীণা বাদকের নাম অবগত হইতে পারিয়াছি, যথা— জীবনসা, নির্ম্মল সা, মহম্মদ আলি, নসির আহম্মদ, সজ্জু খাঁ, গোলাপ খাঁ, গোলাম রসুল, করিম খাঁ, ওস্তাদজী লছমী প্রসাদ মিশ্র, ফিরজ খাঁ, নহবৎ খাঁ, প্রভৃতি (ইঁহারা বর্ত্তমান নাই) গোলাম হুসেন খাঁ, মেহদি হাসন খাঁ ওয়ারিস খাঁ, ইত্যাদি (এই কয়েক ব্যক্তি মাত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন।) পরিশেষে বক্তব্য যে, পূর্ব্বে ওস্তাদজী লছমী প্রসাদ মিশ্র মহাশয়ের নিকট বীণার

সাতটী তার আবদ্ধ থাকে (১) ঐ সাতটী তার সহজে বুঝাইবার জন্য এক দুই করিয়া সাত পর্য্যন্ত চিহ্নে চিহ্নিত করা হইয়াছে যথা—

অনেক বিষয় জ্ঞাত হই, সম্প্রতি বাবু অভয়াচরণ মল্লিকের নিকটেও তৎসম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয় অবগত হইয়াছি। মহতী বীণার লক্ষণ এই, যথা—

দণ্ডং বংশময়ং কান্তং বর্ত্তুলং ভুম্বযুগ্মকং।
নবমুষ্টি স্বরস্থানং চাত্র যত্নেন কারয়েৎ ॥
তস্মিন্ দণ্ডে সপ্তসংখ্যমোটনীং সন্নিবেশয়েৎ।
দক্ষিণে বিন্যসেদন্যৎ ক্ষুদ্রতন্ত্রীদ্বয়ং ক্রমাৎ ॥
বৃক্ষবজ্রময়ী কার্য্যা মোটনী দণ্ডরঞ্জিকা।
তারকঞ্চ ভ্রাময়েৎ পূর্ব্বাং মোটনীঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ ॥
অস্যাস্ত্বষ্টাদশ প্রোক্তাঃ সারিকাঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
এতাস্তু তারবাদিন্যস্তিষ্ঠন্তি পদিকোপরি ॥
মদনস্য চ সিক্থস্য যোগেন সুদৃঢ়ীকৃতাঃ।
মহত্যা নাম বীণায়া এতল্লক্ষণমুচ্যতে ॥
ইতি কোহলীয়ে ॥

(১) এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ প্রথম বালম পঞ্চম এডিশনের ২৯৩ পৃষ্ঠায় সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় তাঁহার বীণা বিষয়ক প্রস্তাবে বলেন যে, প্রসিদ্ধ মুসলমান বৈণিকদ্বয় পিয়ার খাঁ এবং জীবন সাহা তাঁহাদের বীণাতে দুইটী লোহ এবং পাঁচটী পিত্তল তার ব্যবহার করিতেন, পরন্তু অধুনাতন বৈণিকেরা তিনটী লোহ এবং চারিটী পিত্তল তার ব্যবহার করিয়া থাকেন।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

তা — সা

মু — সা

উ — ম সা

নি নি নি
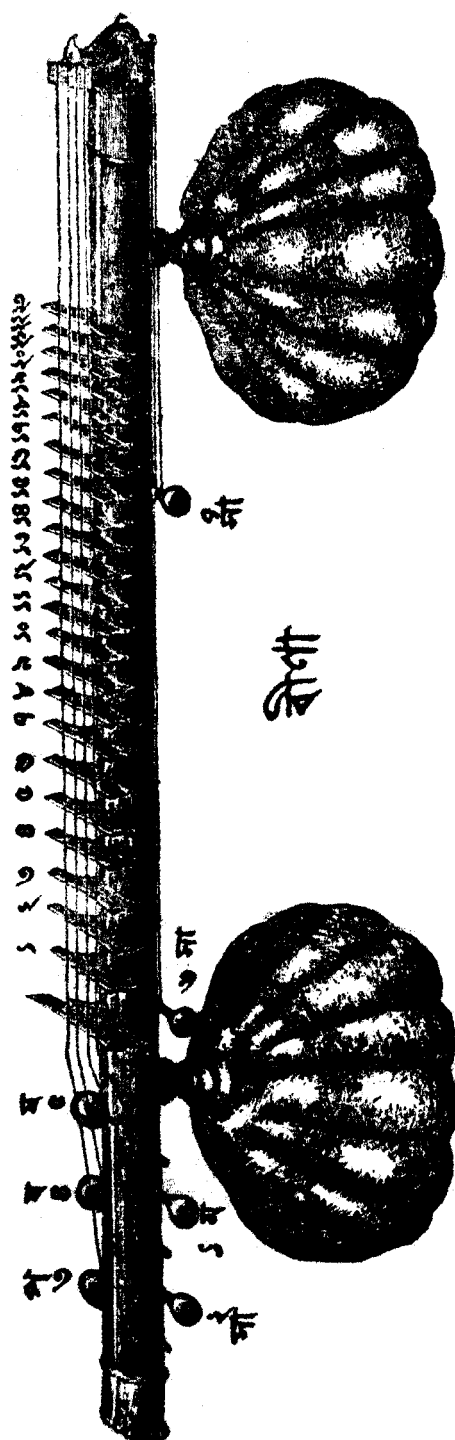
অতিরিক্তরেখা — প ধ ধ

উপরি লিখিত একচিহ্নবিশিষ্ট লৌহ তারটী উদারা সপ্তকের মধ্যম করিয়া বাঁধা যায় এবং ঐটীকেই নায়কী তার বলে। সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় ঐ তারকে পিত্তলতার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বরঞ্চ কুতূহলী পাঠক এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ প্রথম বালম ২২৬ পৃষ্ঠায় "আর" চিহ্নবিশিষ্ট তারটীর প্রতি দৃষ্টি করিবেন। ঐটী আমাদের এক্ষণকার ব্যবহারগত নায়কীতার, তিনিও উহাকে নায়কীতার বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের এক্ষণকার প্রচলিত রীতির সহিত ধাতুগতভেদ দেখা যায়। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মূর্চ্ছনা এবং গমকাদি পিত্তলতারে সুন্দররূপে নিঃসারণ করিতে গেলে ক্রমশঃ ঐ তার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্বরভ্রষ্ট করে ও ছিন্ন হইয়া যায়। আমরা ঐ তারকে মধ্যম করিয়া বাঁধিয়া থাকি, তিনি স্বরগ্রাম বিভিন্নতায় উহাকে অন্যবিধ নিয়মে বাঁধিবার বিধি করিয়াছেন, ইহার এবং অন্যান্য তার বন্ধন বিভেদ বিষয়ক বিশেষ বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

দুই চিহ্ন বিশিষ্ট পিত্তল-তার উদারার ষড়্জ করিয়া বাঁধাই প্রসিদ্ধ, কথিত মহোদয় উক্ত পুস্তকের উক্ত পৃষ্ঠায় ঐ দ্বিতীয় তারটী "এস্" চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন, আমাদের সহিত এইটীর ধাতুগতভেদ কিছুই নাই, পরন্তু গ্রাম বিভেদ কল্পনা জনিত

স্বরবন্ধনগতভেদ লক্ষিত হয়। তিনচিহ্ন-বিশিষ্ট-তারটীও পিত্তলের, ঐ তারটী অবলম্বিত উদারার নিম্নসপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধার ব্যবহার আছে এবং সেই জন্য উহার স্বরলিপি অতিরিক্ত রেখাতে অর্থাৎ (উদারা সপ্তক অপেক্ষা আরও নিম্ন সপ্তক স্বরলিপি করিতে গেলে আমাদিগের সঙ্গীতে অতীব প্রয়োজনীয় উদারা, মুদারা এবং তারা এই তিনটী সপ্তকের স্বরলিপিজন্য যে তিনটী সরলরেখা নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ তিনটী রেখা ব্যতীত অপর একটী অতিরিক্ত রেখা ব্যবহার করিতে হয়, যেমন উপরে তদুদাহরণ লিখিত হইয়াছে) আর নিম্ন সপ্তক জ্ঞাপনজন্য ঐ স্বরটীর মস্তকে (নি) দেওয়া আছে। ফলতঃ হিন্দু সঙ্গীতে উদারা, মুদারা এবং তারা এই তিনটী সপ্তক ব্যতীত নিম্ন সপ্তক কেবল স্বরের সহযোগ ব্যতীত অন্য বিষয়ে প্রায় ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় ঐ পিত্তলের তারটীকে "টী" চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন এবং "এ" (১) অর্থাৎ ধৈবতকে ষড়্‌জ শব্দের সমান অর্থ বোধক করিয়া উক্ত তারকে উহার ধৈবত গ্রামের উদারা সপ্তকের পঞ্চমে বাঁধিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সহিত এটীতেও গ্রামভেদ-জনিত স্বরভেদ লক্ষিত হয়; আমরা উদারা সপ্তক হইতে নিম্ন সপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধিয়া থাকি। তিনি উহাকে

(১) "এ" কে ষড়জের সমান অর্থ বোধক বুঝায় না, ধৈবত এবং "এ" এইদুইটী একার্থবোধক বটে, ইহার কারণ পরে বিবৃত হইবে, এই কারণ বশতঃ মহোদয় সার্ উইলিয়ম্ জোন্সের সহিত গ্রামভেদ কল্পনা জনিত তারবন্ধনগত স্বরভেদ লক্ষিত হয়।

মান্তরের উদারা সপ্তকের পঞ্চমে বাঁধিয়াছেন, কাযেই এই তারটী বাঁধা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের এক্ষণকার প্রচলিত রীতির সপ্তকগতভেদও লক্ষিত হয়। চারি এবং পাঁচ-চিহ্নবিশিষ্ট পিত্তলের তারদ্বয় উদারার নিম্ন সপ্তকের ষড়্জ করিয়া বাঁধিবার রীতি আছে। ছয় এবং সাত-চিহ্ন-বিশিষ্ট তার দুইটী লৌহনির্ম্মিত, তন্মধ্যে প্রথমেরটী মুদারা সপ্তকের ষড়্জ এবং পরেরটী তারা সপ্তকের ষড়্জ করিয়া বাঁধার নিয়ম আছে। সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় চারি-চিহ্ন-বিশিষ্ট পিত্তলের তারটীকে "ইউ" এবং পাঁচ-চিহ্নবিশিষ্ট পিত্তলের তারটীকে "ভি" এই দুই চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন। কথিত কারণ বশতঃ এই দুইটী তারবন্ধনেরও এক্ষণকার প্রচলিত বন্ধনরীতির সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য আছে। ছয় এবং সাত-চিহ্ন-বিশিষ্ট তারদ্বয়কে তিনিও লৌহ তার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রথমেরটী "পি" এবং শেষেরটী "কিউ" এই দুই চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন। পরন্তু উক্ত মহোদয় গ্রামভেদবন্ধন কল্পনা করাতেই উক্ত তারদ্বয় অন্যবিধ রীতিতে বাঁধা হইয়া থাকে। ছয় এবং সাতচিহ্নবিশিষ্টলৌহ তারদ্বয়কে সংস্কৃত-সঙ্গীত-গ্রন্থকর্ত্তারা ক্ষুদ্রতন্ত্রিকা বলেন, সচরাচর যাহা পারস্য ভাষায় চিকারি বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ একচিহ্নবিশিষ্টলৌহনির্ম্মিত এবং দুইচিহ্নবিশিষ্টপিত্তলনির্ম্মিত তার ব্যতীত অপর

পাঁচটী তারই সহযোগিতারূপে মাত্র সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বংশ-দণ্ডের উপরে স্বরস্থানে ঊনবিংশতি হইতে ত্রয়োবিংশতিপর্য্যন্ত ইস্পাতাদিধাতুনির্ম্মিতসারিকা মম্ দ্বারা জমাইত থাকে। এই যন্ত্রের সারিকা-বিন্যাসবিকৃত স্বর-গ্রামানুযায়িক, সচরাচর যে প্রকার স্বরগ্রাম প্রণালীকে হিন্দি-ভাষায় অচল ঠাট বলে এবং ইউরোপীয়েরা যাহাকে ক্রোমে-টিক্ স্কেল্ বলেন। সারিকাবিন্যাসসম্বন্ধে সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয়ের সহিত আমাদের মতের ঐক্য আছে। বীণাযন্ত্র স্কন্ধে স্থাপিত এবং বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা-ঙ্গুলী সারিকায় সারিকায় সঞ্চালন করত দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী এবং মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারা বাদিত হইয়া থাকে, এই দুইটী অঙ্গুলীই অঙ্গুলীত্র অর্থাৎ "মিজ্‌রাপ" দ্বারা বাদনকালে আবরণ রাখার রীতি আছে, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী সুরযোগ দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর পাঁচচিহ্ন বিশিষ্ট তারটীও সুরযোগ দিবার জন্য বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীযোগে কখন কখন ধ্বনিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে অনামিকা অঙ্গুলীর প্রয়োজন প্রায় দেখা যায় না। নিম্নলিখিতনিয়মে সার্দ্ধদ্বিসপ্তকমাত্র বীণাতে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যথা—

সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় ঊনবিংশতি খানি সারিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহার মতানুযায়ি বীণায় উদারা সপ্তকের স্বরগ্রাম দ্বাদশ খানি বিকৃতস্বরোৎপাদিকা সারিকা দ্বারা মণ্ডিত আছে। এটীর সহিত আমাদের অধুনাতন প্রস্তাবিত বীণা-টীরও উদারা-গ্রামের ঐক্য দেখা যায়; মুদারা সপ্তকে কোমল নিষাদ পরিত্যাগে উক্ত মহাত্মা একাদশ খানি সারিকা দিয়া-ছেন, কিন্তু আমাদের কথিত বীণার স্বরগ্রামে মুদারা-গ্রামের কোমল নিষাদ অপরিত্যক্তরূপে ১২ খানি সারিকা দেওয়া আছে, সুতরাং এই সপ্তকের এক খানি সারিকা আমাদের অপেক্ষা তাঁহার বীণায় ন্যূন আছে, তিনি তারা সপ্তকের ষড়্জ এবং প্রকৃত ঋষভ মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, কা-যেই তাঁহার বীণাতে পূর্ণ সার্দ্ধ দ্বিসপ্তক পর্য্যন্ত পাওয়া যায়

না। আমাদের অধুনাতন প্রচলিত বীণাটীতে তারাসপ্তকের স্বর-গ্রামে কোমল ঋষভ, কোমল গান্ধার এবং প্রকৃত গান্ধার এই তিন খানি সারিকা জোন্স মহোদয়ের বীণার সারিকা অপেক্ষা অধিক আছে, সেই হেতু তাৎকালিক বীণাতে মুদারা সপ্তকের এক খানি এবং তারা সপ্তকের তিন খানি সাকল্যে এই চারি খানি সারিকা অধুনাতন বীণা অপেক্ষা ন্যূন প্রতিপন্ন হয়, ফলতঃ ইহাতে কার্য্যগত কোন বিশেষ হানি হইতে পারে না। ঊনবিংশতি খানি সারিকাবিশিষ্ট বীণাতে মূর্চ্ছনাদ্বারা অপর অতিরিক্ত সারিকা চারি খানির কার্য্য অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে, সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয়ও ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

কথিত হইল সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ প্রথম বালমে যে রূপ বীণাযন্ত্রের তারবন্ধনপ্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই প্রণালীর সহিত আমাদের মতের অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়; তাহার কারণ এই, উক্ত মহোদয় স্বরগ্রামের প্রথম স্বর ষড়্‌জকে ইটালীয় “লা” অথবা ইংরাজি “এ” বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ গ্রাম আরম্ভক ষড়্-জের সহিত স্বরগ্রাম আরম্ভক ইটালীয় “অট” অথবা ইংরাজী “সি”র সাদৃশ্য লিখিলে যুক্তিযুক্ত বোধ হইত, হিন্দু সঙ্গীতবিষয়ক অন্যতর গ্রন্থকর্ত্তা উইলার্ড সাহেবের সহিত সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয়ের মতবিরুদ্ধতায় আমাদের মতের সহিত বিশেষ ঐক্য দেখা যায়, বরঞ্চ সঙ্গীত কুতূহলী মহাশয়েরা উইলার্ড্ সাহেবের ট্রিটিজ্ অন্ দি হিন্দু মিউজিক্ গ্রন্থে ২৭

পৃষ্ঠায় দেখিবেন। আরও ষড়্জের সহিত "এ"র ঐক্য করিলে, হিন্দু-সঙ্গীত-শাস্ত্রানুযায়িক শ্রুতিগত বিশেষ দোষ স্পর্শে। "লা" অথবা "এ" যদ্যপি চারি শ্রুতি বিশিষ্ট পূর্ণ ষড়্জ হয় (১) সুতরাং "লা"র পর স্বর "ষি" অর্থাৎ ইংরাজি "বি" আমাদের ঋষভ হইবে, এবং তাহার অব্যবহিত পর স্বর "অট্" অর্থাৎ ইংরাজি "সি" আমাদের গান্ধার হইবে, সংস্কৃত-সঙ্গীতগ্রন্থকারেরা ঋষভ এবং গান্ধারের মধ্যে তিনটী শ্রুতি-বিশিষ্ট পূর্ণ স্বরস্থান নির্ণয় করেন, কিন্তু ইটালীয় "ষি" এবং "অট্" অর্থাৎ ইংরাজি "বি" এবং "সি" ইহাদের মধ্যে যে পরিমাণে স্থান আছে, ইউরোপীয়সঙ্গীতগ্রন্থকর্ত্তারা উহাকে অর্দ্ধস্বরস্থান বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, তাহা হইলে চারি শ্রুতি-বিশিষ্ট ষড়্জকে "লা" অর্থাৎ ইংরাজি "এ"র সহিত একার্থ-বোধক করিলে ইটালীয় "ষি" অথবা ইংরাজি "বি" অর্থাৎ সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় (যাহাকে আমাদের ঋষভ বলিয়া স্থির করিয়াছেন) এবং "অট" অর্থাৎ ইংরাজী "সি" যেটী উক্ত মহোদয়ের মতে আমাদের গান্ধার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং ইটালীয় "ষি" অথবা অর্দ্ধস্বর-স্থান-বিশিষ্ট ইংরাজি "বি"র সহিত সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয়ের মতে পূর্ণ স্বরস্থান বিশিষ্ট ঋষভকে একার্থ প্রতিপাদক করিলে যে কতদূর শ্রুতিদুষ্ট হয়, তাহা উইলার্ড সাহেবের ২৯ পৃষ্ঠায় শ্রুতিবিবেকপ্রণালী কুতূহলী পাঠক দেখিলে অনায়াসে

(১) চারিটী শ্রুতিবিশিষ্টষড়্জের বিষয় উইলার্ড সাহেবের ট্রিটিজ অন্দি হিন্দু মিউজিক্ গ্রন্থে ২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বুঝিতে পারিবেন। ফলতঃ "অট্" অর্থাৎ ইংরাজি "সি" হইতে ষড়জাদির আরম্ভ করিলে আমাদের মতে শ্রুতিগত এবং যুক্তিগত কোন দোষই স্পর্শে না, উইলার্ড্ সাহেবও এ বিষয়ের পোষকতা করিয়াছেন।

	পূর্ণস্বর	পূর্ণস্বর	অর্দ্ধস্বর	পূর্ণস্বর	পূর্ণস্বর	পূর্ণস্বর	অর্দ্ধস্বর
হি	ষড়্জ	ঋষভ	গান্ধার	মধ্যম	পঞ্চম	ধৈবত	নিষাদ
ই	অট্	রি	মি	ফা	সো	লা	ষি
ইং	সি	ডি	ই	এফ	জি	এ	বি

ইউরোপীয়েরা যে যে স্বরমধ্যস্থানকে পূর্ণতা এবং অর্দ্ধতানুসারে যেরূপ (Diatonic) ডায়টনিক্ স্কেল্ সিদ্ধান্ত করেন, আমাদের দেশেও শ্রুতিগত তদনুযায়িকস্বরস্থানের পূর্ণতা এবং অর্দ্ধতানুসারে প্রকৃত স্বরগ্রাম স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। আরও ইহার প্রমাণ জন্য বলিতেছি যে, পিয়ানো যন্ত্রে সন্নিহিত দুইটী কৃষ্ণসারিকার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে শ্বেতসারিকা আছে, সেই শ্বেতসারিকাটী হইতে সি, ডি, ই, এফ্, জি, এ, বি, অথবা ইটালীয় অট্, রি, মি, ফা, সো, লা, ষি, ইত্যাদি সাতটী স্বরের ক্রমান্বয়ে নাম উল্লেখ করিয়া অবিচ্ছেদে পর সপ্তকের "সি" অথবা "অট" পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যাইলে একটীও কৃষ্ণসারিকার আশ্রয় না লইয়া যেমন একটী ইংরাজি (Diatonic) ডায়টনিক্ স্কেল্ সুসম্পাদিত করে, তদ্রূপ ঐ কথিত "সি" অথবা "অট্" নামক শ্বেতসারিকা হইতে যদ্যপি আবার আমাদের ষড়্জ ইত্যাদি সাতটী স্বর কথিত সারিকায় সারিকায় নাম উচ্চারণ করত যথাক্রমে পর সপ্তকের "সি" পর্য্যন্ত গণনা করা যায়, তাহা হইলে আমা-

দের ও প্রকৃত স্বরগ্রাম কৃষ্ণসারিকার আশ্রয় ব্যতীত বিনা শ্রুতিদুষ্টতায় সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হইবে, কিন্তু অন্যতর শ্বেত-সারিকা "এ" অথবা "অট" হইতে ষড়্জাদির নাম উল্লেখে কৃষ্ণ সারিকার আশ্রয় বিনা কথিত পরসপ্তকের এ পর্য্যন্ত গণনা করিলে সঙ্গীতকুতূহলী মহোদয় শুনিবেন যে প্রকৃত স্বরগ্রাম শ্রুতির ন্যূনাধিক্যজনিতশ্রবণদুষ্ট হইবেই হইবে। ইটালীয় "অট্" ইংরাজি "সি" এবং আমাদের ষড়্জ এই তিনই একার্থপ্রতিপাদক তাহার সন্দেহ নাই, বস্তুতঃ ইটালীয় "লা" ইংরাজি "এ" এবং আমাদের ধৈবত, কখনই ষড়্জ বোধক নহে।

বীণার স্বর অতীব মধুর সুতরাং সুশ্রাব্য, প্রিয়ানো প্রভৃতি ইউরোপীয় যন্ত্রে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহার অধিক ভাগই বীণায় নিষ্পাদিত হইতে পারে, বরঞ্চ মূর্চ্ছনা, কৃন্তন-প্রভৃতি যাবতীয় সঙ্গীতোপযোগী উৎকট উৎকট কার্য্য যাহা এই যন্ত্রে সুচারু রূপে সহজে প্রতিপন্ন হয়, সে সমুদায় কার্য্য ইউরোপীয় যন্ত্রে অতীব দুঃসাধ্য। বীণার বাদন-পারিপাট্য, মধুরতা এবং উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে উইলার্ড এবং সার্ উইলিয়ম্ জোন্স প্রভৃতি হিন্দু সঙ্গীতজ্ঞ মহোদয়গণ অত্যুৎকৃষ্ট পিয়া-নোর সহিত তুল্যতা স্থাপন করেন। ইংরাজি সংস্কৃত-অভিধা-নকর্তা মণিয়র্ উইলিয়ম্স্ সাহেব ইউরোপীয় "লায়ার যন্ত্র "এবং বীণা এই উভয় যন্ত্রকে এক জাতীয় বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমাদের "বীণাতে যেমন সাতটী তার আবদ্ধ থাকে প্রাচীন গ্রীক্ জাতীয় লায়ার যন্ত্রেও সেইরূপ সাতটী

তার আবদ্ধ থাকিত, গ্রীক্ এবং রোমীয়দের পুরাবৃত্তকর্ত্তা উইলিয়ম্ স্মিথ্ সাহেব উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গ্রীক্জাতিরা যখন "লায়ার" এবং তজ্জাতীয় অন্যান্য যন্ত্রের বিষয় কিছুই জানিত না, তাহার পূর্ব্বেও আসিয়াস্থ নানা দেশে এবং মিশরে লায়ার প্রভৃতি যন্ত্রের বহু প্রচলন ছিল, কিছু কাল পরে গ্রীক্জাতিরা "লায়ারের" উৎকর্ষতা দর্শনে গ্রীস্‌দেশে প্রথমে উহা আনয়ন করেন। এতদ্বিষয়ের পোষকতা হকিন্স্ সাহেব, বার্ণি সাহেব এবং কার্‌লেন্‌জেল্ সাহেব-কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থে ভূরি প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ বীণা যে অতি প্রাচীন এবং ভারতবর্ষ যে ইহার প্রথম জন্মস্থান তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তবে দেশভেদে অবয়বভেদ এবং নামভেদ হইয়া থাকিবে এই মাত্র। সংস্কৃত-সঙ্গীত-গ্রন্থ-কর্ত্তারা নানা জাতীয় বীণার নাম বিধিবদ্ধ করেন তন্মধ্যে বল্লরী নামে এক জাতীয় বীণা পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, মণিয়র্ উইলিয়ম্ সাহেব তাহাকে "হার্প" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হার্প যন্ত্র ব্রহ্মদেশে "শন্" এবং চীন্ দেশে "কীণ্" বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ইজিপ্ট দেশে বীণাকে "বেণ্" বলিয়া ব্যবহার করিত। "বীণ" এবং "বেণ্" এই দুইটী নামে কতক অংশে শব্দগত ঐক্য দেখা যাইতেছে। "বল্লরী" এবং "হার্প" এক বিধ যন্ত্র নাই হউক, বস্তুতঃ "হার্প" "বল্লরী"র অনুকৃত যন্ত্র বটে, বোধ করি এ বিষয়ে আর কেহ সন্দেহ করিতে না পারেন।

সংখ্যা ২।

কচ্ছপী বা

কচুয়া সেতার।

আমাদের দেশে কচ্ছপী নামক অপর একবিধ বীণার বহু প্রচলন আছে, অধুনাতন লোকেরা তাহাকে "কচুয়াসেতার" বলিয়া ব্যবহার করেন। "সেতার" এই শব্দটী পারসিক ভাষা; খ্রীঃ ১৩ শতাব্দীতে পাঠান বংশায় রাজা গয়েস্ উদ্দিন্ বুল্বানের রাজত্বকালে আমীর খসুরু নামে যে বিখ্যাত কবিপ্রধান রাজসভাসদ্মধ্যে পরিগণিত ছিলেন তিনিই কচ্ছপী, ত্রিতন্ত্রী ইত্যাদি বীণাকে সামান্যতঃ "সেতার" এই আখ্যা প্রদান করেন। বস্তুতঃ ত্রিতন্ত্রী নামের সহিত "সেতার" এই সংজ্ঞার অর্থগত কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না, যেহেতু পারস্যভাষায় "সে" শব্দে তিন বুঝায়, সুতরাং "সে—তার" আর "ত্রি—তন্ত্রী" উভয়েই একার্থ-বাচক অর্থাৎ তিনতারবিশিষ্ট যন্ত্র। ত্রিতন্ত্রী বীণার আকারও প্রায় কচ্ছপী বীণার মত, তবে বিশেষের মধ্যে এই যে, কচ্ছপী বীণার খোলটী অলাবুনির্ম্মিত এবং তাহাতে পাঁচ হইতে সাতটী পর্য্যন্ত তার আবদ্ধ থাকে, কিন্তু ত্রিতন্ত্রীর খোল প্রায়ই কাষ্ঠনির্ম্মিত (১), আর তাহাতে তিনের অধিক তার দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহাই হউক, এক্ষণে কচ্ছপীজাতীয় ত্রিতন্ত্রী প্রভৃতি যন্ত্রমাত্রই প্রায় "সেতার" এই নামে

(১) ইহার বিশেষ বিবরণ তৃতীয় সংখ্যক যন্ত্রে দ্রষ্টব্য।

প্রচলিত হইয়াছে। কচ্ছপী বীণার খোল কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় চেপ্‌টা বলিয়াই ইহাকে কচ্ছপী বা কূর্ম্মী বীণা বলে। কচ্ছপীর দৈর্ঘ্য সচরাচর প্রায় চারি ফুটই হইয়া থাকে। তবে বাদকগণ স্বেচ্ছানুসারে ইহার ন্যূনাতিরেকও করিয়া থাকেন, কিন্তু রাগ বাজাইবার কচ্ছপী আকারে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বৃহৎ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে আলাপের সময় মূর্চ্ছনা-কৌশল সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইতে পারে না। কচ্ছপীর দৈর্ঘ্য চারিফুট হইলে তাহার পত্নী হইতে পাঁচ ইঞ্চ উর্দ্ধে তন্ত্রাসন এবং তিনফুট পাঁচ ইঞ্চ উর্দ্ধে আড়ি সন্নিবেশিত করা কর্ত্তব্য। পরিমাণে চারি ফুটের ন্যূনাধিক হইলে ইহারই সমানুপাত অনুসারে তন্ত্রাসন ও আড়ি স্থাপিত করিতে হইবে। শাস্ত্রকারেরা কচ্ছপী বীণাকেই বাগ্‌দেবী সরস্বতীর হাতের যন্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; আমাদিগের বর্ত্তমান কচ্ছপী বীণাটীতে যে সাতটী তার আবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে চারিটী লৌহের এবং তিনটী পিত্তলের। যথা—

একচিহ্ন-বিশিষ্ট লৌহতারটীকে নায়কী অথবা প্রধান তার বলে। নায়কী তারটী লৌহনির্ম্মিত, সুতরাং অতি দৃঢ় বলিয়া বাদনকালে ইহারই বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই তারটী সচরাচর উদারা সপ্তকের মধ্যম করিয়া বাঁধা যায়। দুই ও তিনচিহ্নবিশিষ্ট পিত্তল তারদ্বয় উদারা সপ্তকের ষড়্জ, চারিচিহ্নবিশিষ্ট লৌহ তারটী উদারার পঞ্চম, পাঁচ-চিহ্নবিশিষ্ট পিত্তলতার নিম্নসপ্তকের ষড়্জ, ছয়চিহ্ন-বিশিষ্ট লৌহতার মুদারার ষড়্জ ও সাতচিহ্নবিশিষ্ট লৌহ-তারটী মুদারার পঞ্চম করিয়া বাঁধার রীতি আছে। ছয় ও সাত-চিহ্নবিশিষ্ট ক্ষুদ্র তারদ্বয় কচ্ছপী যন্ত্রের পার্শ্বে আবদ্ধ থাকে, ঐ দুইটী তারকে সচরাচর "ক্ষুদ্রতন্ত্রিকা" বা "চিকারি" বলে। নায়কী ও দুইচিহ্নবিশিষ্ট তার ব্যতীত অপর কয়েকটী-তার কেবল সুরযোগ দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে ক্ষিপ্রহস্ত নিপুণ কাচ্ছপিকেরা ক্ষুদ্র তন্ত্রিকা ভিন্ন অবশিষ্ট তার গুলিতে বাম-হস্তের অঙ্গুলী সারিকায় সারিকায় সঞ্চালন করত সংযোগাদি নানাবিধ স্বরকৌশল দর্শাইয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলে কচ্ছপী বীণাতেও ইউরোপীয়গিটার যন্ত্রের ন্যায় দুই তিনটী সুর একত্র ধ্বনিত করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতীয়সঙ্গীতে এরূপ রীতির বড় একটা ব্যবহার নাই। কচ্ছপী বীণার কাষ্ঠদণ্ডের উপরে সতরখানি লৌহাদিধাতুনির্ম্মিত সারিকা তন্তুদ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং তাহাতে সার্দ্ধদ্বিসপ্তকমাত্র স্বর প্রতিপন্ন করা যায়। কচ্ছপী এতৎসম্বন্ধে মহতী বীণার সহিত প্রায়ই তুল্য। তবে তাহার সারিকাবিন্যাস বিকৃতস্বরগ্রামানুযায়িক,

আর ইহার সারিকা গুলি কেবল ব্যবহারগত তীব্রমধ্যম ও কোমলনিষাদযোগে প্রকৃতস্বরগ্রামানুসারে বিন্যস্ত, এইমাত্র বিশেষ। যথা—

অ — স ঋ গ ম

মু — স ঋ গ ম ম̍ প ধ নি

উ — স ঋ গ ম ম̍ প ধ নি নি

২ ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

কচ্ছপীযন্ত্রবাদনকালে তাহার পশ্চাদ্ভাগ বাদকের সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক অলাবুটীর পার্শ্বদিক্ দক্ষিণহস্তের কব্জী সহকারে চাপিয়া, দাণ্ডাটী বামহস্তে আলগোছা ঠেশ রাখিয়া ধরিতে হয়। পরে স্বরস্থানস্থ প্রতি সারিকায় বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলিকে তারের উপর সঞ্চালিত করত দক্ষিণহস্তের মৃজাপাবৃততর্জ্জনী দ্বারা সারিকাশূন্য প্রদেশে সেই তারের উপর আঘাত দিলে উল্লিখিত সার্দ্ধদ্বিসপ্তক উত্তম রূপে প্রকাশ পাইবে। কচ্ছপী বীণার ধ্বনিবিষয়ে মহতী বীণার সহিত অনেকাংশে সমতা দেখিতে পাওয়া যায়; মহতী বীণাতে যে সকল উৎকট উৎকট কার্য্য অধিক আয়াসে সম্পাদিত হয়, কচ্ছপী বীণাতে তৎসমুদায় কার্য্য অতি সহজে, অল্প পরিশ্রমে এবং সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। গ্রীক্ এবং রোমান্‌জাতীয়পুরাবৃত্তবিষয়ক অভিধানকর্ত্তা উইলিয়ম্ স্মিথ্ সাহেবের মতে লায়ার, টেস্‌টীডো ও কচ্ছপী এই তিনই এক জাতীয় যন্ত্র। অধুনাতন ইউরোপীয় গীটার যন্ত্রেরও সহিত কচ্ছপীর অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া-প্রণেতা রিজ্ সাহেব বলেন কচ্ছপী হইতেই গীটারের

উৎপত্তি। স্কুল অব্ ইউনিভর্ষেল্ মিউজিক্‌গ্রন্থকার ডাক্তার এডলফ মার্কস্ সাহেবের মতে গীটার কচ্ছপীর অবয়বভেদমাত্র, জর্ম্মান্ জাতীয়েরা তাহাকে জিতার বলিয়া ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ কচ্ছপী বীণা সামান্যের "সেতার" এই নাম ভারতবর্ষে আমীর খস্রুর দিবার অনেক পূর্ব্বে অন্যান্য দেশেও উক্তবিধ যন্ত্র ঐ নামেই প্রচলিত ছিল। বৃটানিকাকর্ত্তা বলেন যে, আরবদেশ হইতেই কচ্ছপী অবয়বভেদে গীটার নামে বিখ্যাত হয়। অতি প্রাচীন কালে যখন পারসিকদিগের সহিত ভারতবর্ষীয়-দিগের বাণিজ্যাদি ঘটিত বিশেষ সংস্রব ছিল, তৎকালে পারসিকেরা ভারতবর্ষহইতে কচ্ছপীকে স্বদেশে লইয়া গিয়া "সেতার" নাম প্রদান করে। পরন্তু বিখ্যাত পারসিক-কবি আমীর খস্রু যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে না আসিয়াছিলেন তদবধি এতদ্দেশে কচ্ছপী নামই অবিচলিতভাবে প্রচলিত ছিল। পরে উক্ত যন্ত্র পারস্যদেশ হইতে আরবে গিয়া কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে গীটার, এসিরিয়া দেশে এসোর্, প্রাচীন গ্রীশে খিতারা, ইহুদীদিগের দেশে কিনোর, নিউবিয়ায় কিশোর এবং অপরাপর দেশে বিভিন্ননামে প্রসিদ্ধ হয়। আরব্যদেশহইতেই যে, গীটার নামের উৎপত্তি, ডাক্তার বার্ণিসাহেবও একথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রিজ্ সাহেবকৃত এন্‌সাইক্লোপিডিয়ায় লিখিত আছে যে, খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে আরবীয়েরা যখন স্পেন্ দেশে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করে, সেই সময়ে তাহা-দিগের দ্বারাই গীটার যন্ত্র উক্তদেশে নীত এবং স্থাপিত

হয়। অনন্তর কালসহকারে ঐ গীটার যন্ত্র ইউরোপের যাবতীয় দেশে অবয়বভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; ফলতঃ ভারতবর্ষীয় কচ্ছপী বা কূর্ম্মী বীণাই বোধ হয় তৎসমুদায় যন্ত্রের মূল।

সংখ্যা ৩।

ত্রিতন্ত্রীবীণা।

কচ্ছপী বীণার প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে যে, ত্রিতন্ত্রীবীণার অবয়ব প্রায় কচ্ছপীরই মত, কেবল ইহার খোলটী কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং ইহাতে তিনটী তার আবদ্ধ থাকে এই মাত্র ভেদ। কচ্ছপীতে যে যে কার্য্য সম্পাদিত হয়, ইহাতেও সেই সেই কার্য্য অনেকাংশে সম্পন্ন হইতে পারে, কেবল অবয়বের কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রতানিবন্ধন রাগরাগিণীর আলাপোপযোগী মূর্চ্ছনাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করা কিছু কষ্টসাধ্য হয়। কচ্ছপীর লৌহময় নায়কী তারটী যেমন উদারার মধ্যমে বাঁধে, ইহার নায়কী তারও অবিকল তদ্রূপ বাঁধা থাকে, তাহার পিত্তল-নির্ম্মিত-দ্বিতীয় তার যেমন উদারার সুরে বাঁধিবার রীতি আছে, ইহার দ্বিতীয় তারটীও ঠিক সেইরূপ, কেবল তৃতীয় তারটীতে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। কচ্ছপীর তৃতীয় তার দ্বিতীয় তারের সমস্বরে

বাঁধিবার রীতি প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, কিন্তু ত্রিতন্ত্রীর তৃতীয় তারটী দ্বিতীয় তারের সমস্বরে অর্থাৎ উদারার ষড়্জে না বাঁধিয়া তাহার নিম্ন সপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, এই মাত্র বিশেষ। যদিচ কচ্ছপীর তৃতীয় তারের সহিত ত্রিতন্ত্রীর তৃতীয় তারের বন্ধনগত ভেদ আছে তথাপি ধাতুগতভেদ কিছুই লক্ষিত হয় না। যথা—
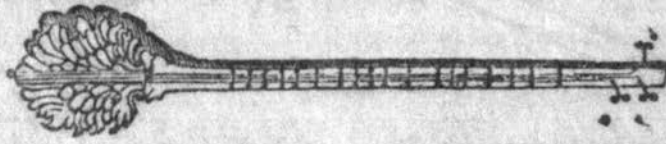
সারিকাসম্বন্ধে কচ্ছপীর সহিত ত্রিতন্ত্রীর কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই, এবং তাহাতে সার্দ্ধদ্বিসপ্তক স্বর যে নিয়মে প্রতিপন্ন হয়, ইহাতেও সেই প্রণালীতে সার্দ্ধদ্বিসপ্তক সম্পন্ন হইয়া থাকে। ত্রিতন্ত্রীর বাদনাদির নিয়ম অবিকল কচ্ছপীর ন্যায়। প্রাচীন গ্রীক্ দিগের হার্‌মিসের লাইয়র্ যন্ত্রের তারের সহিত ত্রিতন্ত্রীর তারের সংখ্যাগত কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, কেবল বন্ধনবিষয়ে কিঞ্চিৎ অনৈক্য প্রত্যক্ষ হয়।

সংখ্যা ৪।

কিন্নরী বীণা।

কিন্নরী নামে অপর এক জাতীয় বীণা এতদ্দেশে বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে এই যন্ত্রের খোলটী অলাবু বা কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত না হইয়া পূর্ব্বকালে নারিকেলের খোলদ্বারা প্রস্তুত হইত, অধুনাতন সঙ্গীত-কুতূহলীদিগের মধ্যে কেহবা বৃহৎ পক্ষীবিশেষের অণ্ড এবং আঢ্যেরা রজতাদি উৎকৃষ্ট ধাতুদ্বারা প্রস্তুত করাইয়া থাকেন; ফলতঃ নারিকেলখোলনির্ম্মিত কিন্নরীর ধ্বনির সহিত অণ্ডাদি নির্ম্মিত কিন্নরীর ধ্বনির কিছুমাত্র ইতর বিশেষ অনুভূত হয় না। এই জাতীয় বীণাতে সচরাচর পাঁচটী তার আবদ্ধ থাকে, কচ্ছপী বীণার সাতটী তারের মধ্যে পার্শ্বস্থ দুইটী ক্ষুদ্র তন্ত্রিকা অর্থাৎ চিকারি ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচটী যে যে ধাতু নির্ম্মিত ও যে যে সুরে আবদ্ধ হয়, ইহার পাঁচটী তার ও সেই সেই ধাতু-নির্ম্মিত ও সেই সেই নিয়মে বদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার অবয়ব কচ্ছপীহইতে অনেক ক্ষুদ্র, সুতরাং তজ্জন্য ধ্বনিও অপেক্ষাকৃত মৃদু। এড্‌ওয়ার্ড এফ্ রিম্বল এল্ এল্ ডি সাহেবকৃত পিয়ানোফোর্টি যন্ত্রের

ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, কিন্নরী জাতীয় বীণাই ইহুদীদিগের দেশে কিন্নর ও গ্রীশ্ দেশে শম্বুকা নামে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু দেশভেদে ও নামভেদে কিন্নরীর অবয়বভেদ অসম্ভব নহে। এই উভয়বিধনাম-প্রসিদ্ধযন্ত্র তত্তদ্দেশে কোমলকণ্ঠী স্ত্রীজাতি কর্ত্তৃক অধিক ব্যবহৃত হইত।

সংখ্যা ৫।

——oo——
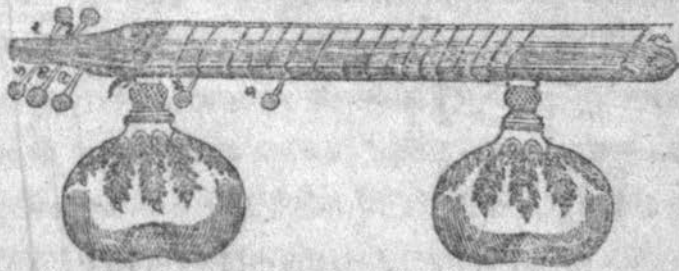
রঞ্জনী-বীণা।

রঞ্জনী-বীণা দেখিতে কতকাংশে মহতী-বীণার ন্যায়, কিন্তু বিশেষ এই যে মহতী-বীণার দণ্ড বংশের আর ইহার দণ্টী কচ্ছপী প্রভৃতির ন্যায় কাষ্ঠের হইয়া থাকে। আরও রঞ্জনী উক্ত যন্ত্র অপেক্ষা পরিমাণেও কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র। ইহার সারিকাবিন্যাস কচ্ছপীজাতীয় অন্যান্য বীণার ন্যায় এবং তার সংখ্যা সাতটী। ইহাকে কচ্ছপী বীণার অনুরূপ করিয়া বাঁধা যায়। তবে মহতীর সহিত রঞ্জনীর সমতা এই মাত্র

যে, মহতী-বীণার ন্যায় ইহারও দণ্ডের উভয় পার্শ্বে দুইটী অলাবু যোজিত থাকে।

সংখ্যা ৬।

রুদ্র-বীণা বা রবাব।

ভারতবর্ষে যবনাধিকারের পূর্ব্বে এই যন্ত্রটী রুদ্র-বীণা বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল, অনন্তর বিজয়ী যবনরাজগণকর্ত্তৃক রবাব-নামে বিখ্যাত হয়। রবাব-যন্ত্রও সেতারাদির ন্যায় একটী খোল ও দণ্ডদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে; বিশেষের মধ্যে এই যে, ঐ খোল ও দণ্ড এ উভয়ই একখানি অখণ্ডকাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত এবং খোলটী গোধাচর্ম্ম অথবা ছাগাদির পাতলাচর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত। মহতী প্রভৃতি বীণার ন্যায় ইহাতেও একখানি হস্তিদন্তের তন্ত্রাসন আছে। রবাবযন্ত্রে ছয়টী কীলকে অর্থাৎ কাণে ছয় গাছি তন্ত্র অর্থাৎ তাঁত আবদ্ধ থাকে। এই যন্ত্রে লৌহাদিধাতুনির্ম্মিত তার ব্যবহৃত হয় না এবং নিম্নলিখিত নিয়মে ঐ ছয় গাছি তন্ত্র বাঁধা যায়। যথা—
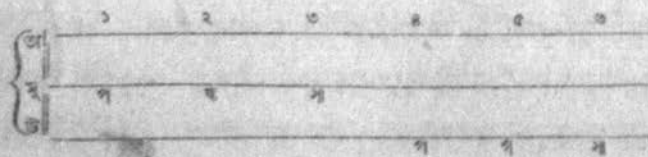
রবাবযন্ত্রে সারিকাবিন্যাস থাকে না, যন্ত্রটী স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক বামহস্তের কেবল তর্জ্জনীতে মৎস্যের একখানি মোটা শল্ক অর্থাৎ আঁইস এক গাছি সূত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া তৎসহকারে তারের উপরে উপরে স্বরস্থানে ঘর্ষণ এবং দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির টীপযোগে চন্দনকাষ্ঠের বা বংশনির্ম্মিত একটী কোণস্ (অর্থাৎ ত্রিভুজাকৃতি একখণ্ড ক্ষুদ্র ফলক, পারস্য ভাষায় ইহাকে জওয়া বলে) ধারণ করিয়া তাহার আঘাতযোগে বাজাইতে হয়। ইহার আঘাত গুলি কোলের দিকে না হইয়া তদ্বিপরীত দিকেই হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল উল্টা আঘাতদ্বারাই ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। রবাবযন্ত্রের এইটী বিশেষ নিয়ম। বীণাজাতীয় অন্যান্য হিন্দু যন্ত্রের ন্যায় রবাবেও সার্দ্ধদ্বিসপ্তক স্বর সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। রবাবের যে যে তন্তু হইতে যে যে স্বর নির্গত হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

রবাবের ছয়টী তন্তুই নিয়মিতরূপে বাজিয়া থাকে। পশ্চিম হিন্দুস্থানের রামপুরপ্রভৃতি অঞ্চলে ইহার বহুলপ্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। আফগানস্থান ও পারস্যপ্রভৃতি দেশেও এই যন্ত্রটী রবাব নামেই প্রসিদ্ধ। আরবীয়েরা ইহাকে "রুবেব্" বলিয়া ব্যবহার করে। প্রসিদ্ধ আরবীয় শব্দশাস্ত্রবেত্তা ফিরোজাবাদী মজদ্অল্দীন্ তাঁহার বিখ্যাত

অভিধান গ্রন্থে (কামুস্) লিখিয়াছেন যে, প্রায় সত সহস্র বৎসর অতীত হইল বস্থদ্ গ্রাম-নিবাসী সঙ্গীত কুশলী আব্দুল্লা এই যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি করিয়া "রুবেব" এই নামকরণ করেন। উইলার্ড সাহেব বলেন, স্পেনিস্ গীটারের অবয়বের সহিত রবাবের অনেকাংশে সমতা আছে। ইউরোপীয় ম্যাণ্ডলিন্ প্রভৃতি প্রাচীন যন্ত্রসমুদয়ের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলে ইহার অবয়বের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, বোধ হয় রুদ্র-বীণাই স্পেনিস্ গীটার ও ম্যাণ্ডলিন্ প্রভৃতি যন্ত্রের আদর্শ; যেহেতু রুদ্র-বীণা ইউরোপীয় উক্ত যন্ত্রসমূহ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

সংখ্যা ৭।

শারদীয়-বীণা বা শরদ*।

শারদীয়-বীণার দণ্ড হইতে খোল পর্য্যন্ত প্রায় সমুদায় অবয়বটী একখানি অখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, খোলটী আবার রবাবের মত গোধাদির চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত। এই যন্ত্রেও রুদ্র-বীণার ন্যায় সারিকাবিন্যাস থাকে না এবং ইহাতে ছয়টী কীলকে বা কাণে ছয়গাছি তন্ত্র যথারীতি

* এই শব্দে পারস্য ভাষায় গান করা বুঝায়।

আবদ্ধ থাকে। বাদকগণ স্বেচ্ছানুসারে ইহাতে তন্তুর পরিবর্ত্তে লৌহাদিধাতুনির্ম্মিত তারও সময়ে সময়ে যোজনা করিয়া থাকেন, কিন্তু সচরাচর এরূপ পদ্ধতির বড় একটা ব্যবহার নাই। যন্ত্রদণ্ডের পার্শ্বে সাত হইতে একাদশ পর্য্যন্ত ইচ্ছাধীন অপর কয়েকটী অতিরিক্ত কীলক সংযোজনা করা হয় এবং প্রত্যেকে পিত্তলাদি-ধাতু-নির্ম্মিত-তার আবদ্ধ থাকে, সেই তার গুলিকে পারস্য ভাষায় "তরফ্" ও সংস্কৃত ভাষায় "পার্শ্বতন্ত্রিকা" বলে। এই পার্শ্বতন্ত্রিকা গুলি নিয়মিত আঘাত দ্বারা বাদিত হয় না, কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রধান ছয়টী তার-বাদন-কালে তাহাদিগের কম্পনেই এই অতিরিক্ত তার-গুলি ঝঙ্কারিত বা প্রতিধ্বনিত হয়। শরদের প্রধান তার ছয়টী। নিম্ন লিখিত নিয়মে তাহাদের বাঁধিবার রীতি দেখা যায়। যথা—

শরদ-যন্ত্র ক্রোড়ে স্থাপন করত সেতারাদি-যন্ত্রের ন্যায় বামহস্তে আলগোছা ঠেস্ রাখিয়া সারিকারহিত দণ্ডস্থ-কাষ্ঠ পট্টকের (পারস্য ভাষায় ইহাকে পট্রি কহে) স্বর-স্থানে তারের উপরে উপরে বামহস্তের অঙ্গুলি ঘর্ষণ এবং দক্ষিণ-হস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির টীপসহকারে রবাবাদিতে ব্যবহৃত জওয়ার ন্যায় অস্থির, কাষ্ঠের অথবা বংশদ্বারা-নির্ম্মিত একটী জওয়া ধারণ

করিয়া তাহার আঘাতে ইহা বাজাইতে হয়। শরদ-বাদন-কালে বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত অপর চারিটী অঙ্গুলিরই ব্যবহার হইয়া থাকে। পরন্তু তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই দুইটী অঙ্গুলিরই অধিক ব্যবহার দেখা যায়। শরদে নিম্নলিখিত নিয়মে সার্দ্ধ-দ্বিসপ্তক স্বর প্রতিপন্ন হয়। যথা——

অন্যান্য যন্ত্রাপেক্ষা শরদ-যন্ত্রের তার-যোজনায় কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। ইহার এক ও দুইচিহ্নবিশিষ্ট দুইটী তার এবং তিন ও চারিচিহ্নবিশিষ্ট দুইটী তার ইহারা পরস্পর সন্নিকটে ও সমস্বরে আবদ্ধ থাকে। সমস্বরে আবদ্ধ এই দুই দুইটী তার একত্র অঙ্গুলি-ঘর্ষণে ব্যবহৃত হয়। পাঁচ ও ছয়চিহ্নবিশিষ্ট তার-দ্বয় পৃথগ্‌ভাবে যোজিত ও বাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে ছয়টী তার সত্ত্বেও এক ও দুইচিহ্নবিশিষ্ট তার দুইটী সমস্বরে বদ্ধ এবং একত্র ধ্বনিত হয় বলিয়া একটীরই ন্যায় কার্য্যকারী হয় এবং তিন ও চারিচিহ্নবিশিষ্টতার দুইটীও এই রূপ। সুতরাং এই চারিটী তারে দুই তারের কার্য্য সম্পন্ন করে। বস্তুগত্যা ইহার চারিটী মাত্র তারই কার্য্যোপযোগী। প্রয়োজনীয় এই চারিটী তারের মধ্যে আবার ছয়চিহ্নবিশিষ্ট তারটী কেবল স্বর-যোগ দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপরে এই প্রকার রীতিতেই স্বরলিপি প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে সেতারাদির ন্যায় শরদ-যন্ত্রের বড় অধিক ব্যবহার দেখিতে

পাওয়া যায় না, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশেই ইহার সমধিক আদর আছে। যবন-রাজাদিগের রাজত্বকালে এই যন্ত্রটী যাত্রিক যন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, যখন রাজগণ বায়ু সেবন বা অন্য কোন কার্য্য নিবন্ধন বহির্গমন করিতেন, সেই সময়ে হস্তী বা উষ্ট্রের-পৃষ্ঠে শরদ-যন্ত্র স্থাপিত ও তাঁহাদিগের অগ্রে অগ্রে বাদিত হইত। পরন্তু এক্ষণে এই যন্ত্রটী তৎ-পরিবর্ত্তে সভ্য-যন্ত্র-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কখন কখন এমনও হয় যে, শারদিকেরা ইহার সমস্বরে কণ্ঠ মিলাইয়া সভাতে গানও করিয়া থাকেন। শরদ-যন্ত্র কি স্বতঃসিদ্ধ, কি অনুগতসিদ্ধ উভয় ভাবেই এক প্রকার বড় মন্দ লাগে না। তবে মহতী, কচ্ছপী বা রুদ্র-বীণার সদৃশ নহে, শরদের ধ্বনি অপেক্ষাকৃত কিছু নীরস ও কর্কশ বোধ হয়। আফ্গান-স্থান ও আরব প্রভৃতি আসিয়াস্থ অনেক দেশে শরদ প্রচলিত আছে, কিন্তু আরবীয়শরদ ভারতবর্ষীয়শরদ অপেক্ষা আকারে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র এবং উভয়ের অবয়বগতও কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে, সংজ্ঞাগত কোন বৈলক্ষণ্য নাই। শরদ-যন্ত্র কিঞ্চিন্মাত্র অবয়ব-ভেদে মিশর দেশে গুস্যা নামে প্রচলিত আছে।

সংখ্যা ৮।

স্বর-শৃঙ্গার বা সুর-শৃঙ্গার।

এই যন্ত্রের খোলটী শরদ বা রবাবের ন্যায় একখানি অভিন্ন কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত না হইয়া সেতারাদি অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায়

অলাবু-নির্ম্মিত হয়। ঐ অলাবুর উপরে সেতারাদির ন্যায় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একখানি ধ্বনি-পট্টক (পারস্য ভাষায় ইহাকে তবলি বলে) দেওয়া আছে; উক্ত ধ্বনি-পট্টকের উপর হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত একখানি তন্ত্রাসন (পারস্য ভাষায় যাহাকে সওয়ারি কহে) এবং পূর্ব্বকথিত অলাবুটীতে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটী দণ্ড যোজিত থাকে; আবার ঐ দণ্ড বা ডাণ্ডির উপরে একখানি সমতল লৌহপট্টক (হিন্দি ভাষায় ইহাকে পট্রি কহে) আছে, ধ্বনির আধিক্য করণ-জন্য দণ্ডের পরপার্শ্বেও অপর একটী অলাবু মহতী-বীণার ন্যায় যোজিত হয়। স্বর-শৃঙ্গারের ছয়টী কীলকে বা কাণে তিনটী লৌহের এবং তিনটী পিত্তলের সাকল্যে ছয়টী তারের ব্যবহার দেখা যায় এবং ঐ তার কয়েকটী নিম্নলিখিত নিয়মে বাঁধা গিয়া থাকে। যথা—
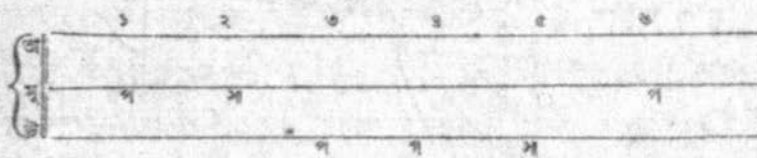
স্বর-শৃঙ্গারে সারিকাবিন্যাস নাই, রবাব-যন্ত্রের ন্যায় এই যন্ত্রটীও স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক বামহস্তের তর্জ্জনী এবং মধ্যমা অঙ্গুলি লৌহপট্টকোপরিস্থ-তারের উপরে উপরে ঘর্ষণ করত দক্ষিণ-হস্তের তর্জ্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির টীপ-যোগে লৌহ-নির্ম্মিত-কোণস্ ধারণ করিয়া রবাবের প্রণালীতে বাজাইতে হয়, ইহাতে নিম্নে প্রদর্শিত প্রথানুসারে সার্দ্ধ-ত্রিসপ্তক স্বর প্রতিপন্ন হয়। যথা——

মহতী, কচ্ছপী ও রুদ্র এই তিন-জাতীয়-বীণার মিশ্রণে স্বর-শৃঙ্গারের উৎপত্তি। প্রসিদ্ধ বীণকার পিয়ার খাঁ এই যন্ত্রটী প্রস্তুত করেন। এই যন্ত্রের নিম্নের অলাবু-নির্ম্মিতখোল, ধ্বনি-পট্টক ও তন্ত্রাসন এই তিনটী অংশ অবিকল কচ্ছপী-সদৃশ, দণ্ডটী রুদ্র-বীণার অনুকৃত, ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, রুদ্র-বীণার পট্‌রি খানি কাষ্ঠনির্ম্মিত, স্বর-শৃঙ্গারের পট্‌রি খানি তৎপরিবর্ত্তে লৌহ-নির্ম্মিত হয় এবং পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, দণ্ডের অপর প্রান্তে অবিকল মহতী-বীণার অনুকরণে আর একটী অলাবু যোজিত থাকে। রুদ্র-বীণাতে তন্ত ব্যবহার করে, ইহাতে তন্তর বিনিময়ে সেতারাদির ন্যায় লৌহাদিধাতুময় তার আবদ্ধ করা যায়; কিন্তু তার-যোজনা, স্বরবন্ধন-পদ্ধতি, ধারণ এবং বাদন-প্রণালী সকলই প্রায় রুদ্র-বীণার অনুরূপ। যাহাই হউক, স্বর-শৃঙ্গার গুণ-গরিমা বা বন্ধন-সম্বন্ধে কি মহতী-বীণা, কি কচ্ছপী-বীণা, কি রুদ্র-বীণা এই তিনের কাহারই সদৃশ নহে, ইহার ধ্বনিও অপেক্ষাকৃত অনেক মৃদু এবং স্বল্পক্ষণস্থায়ী।

সংখ্যা ৯।

সুর-বাহার।

সুর-বাহার-যন্ত্র কচ্ছপী-বীণারই অবয়বভেদমাত্র, এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পরের এই বিশেষ যে, সুর-বাহারের ধ্বনিকোষ কখন কখন কাষ্ঠনির্ম্মিতও হইয়া থাকে এবং পরিমাণেও কচ্ছপী হইতে কিছু বৃহৎ হয়। কচ্ছপীতে যেমন সাতটী কীলক থাকে, সুর-বাহারেও তদনুযায়ী সাতটী কীলক সংলগ্ন আছে, এবং ঐ সাতটী কীলকে কচ্ছপীর অনুরূপ ধাতুনির্ম্মিত সাতটী তারও সংবদ্ধ করা যায়। অধিকন্তু ইহাতে তরফ্ ব্যবহৃত হয়, সেই তরফ্‌গুলি দণ্ডপার্শ্বে সংলগ্ন একখানি কাষ্ঠ-খণ্ডে সংযোজিত অতিরিক্ত কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীলকে সংবদ্ধ থাকে। তরফ্ বা পার্শ্বতন্ত্রিকা গুলি পিত্তল-নির্ম্মিত হওয়া উচিত। প্রধান সাতটী তার স্থাপনের নিমিত্তে ধ্বনি-পট্টকের উপরে যেমন একখানি তন্ত্রাসন থাকে, এই পার্শ্বতন্ত্রিকা গুলি সংস্থাপন জন্য ও অপর একখানি অতিরিক্ত ক্ষুদ্র তন্ত্রাসন দিতে হয়। এই তন্ত্রাসন খানি প্রধান তারের তন্ত্রাসন হইতে প্রায় অর্দ্ধহস্ত অন্তরে উপরের দিকে প্রধান তারের নীচে স্থাপিত থাকে। এই যন্ত্রের ধারণ ও বাদন-ক্রিয়া কচ্ছপীরই অনুরূপ। সুর-বাহারের তারবন্ধন, স্বরগ্রাম-প্রণালী, সারিকা-বিন্যাস ইত্যাদি ও কচ্ছপীর অনুরূত; অপরন্তু পার্শ্বতন্ত্রিকা গুলি বাদকের ইচ্ছাধীন স্বরে বদ্ধ হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে সাতটী বিশেষ তার কচ্ছপীর ন্যায় বাদিত হয়, পার্শ্ব-

তন্ত্রিকা গুলি তৎসহকারে কেবল প্রতিধ্বনিত হয় এইমাত্র। সুরবাহার কচ্ছপীহইতে অবয়বে বৃহৎ; সুতরাং ইহার ধ্বনিও পরিমাণানুরূপ গম্ভীর, মিষ্ট, সুশ্রাব্য এবং দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী। কচ্ছপীও উত্তমশিল্পীদ্বারা নিয়মানুযায়িক কিঞ্চিৎ বৃহৎ আকারে নির্ম্মিত হইলে তাহার ধ্বনিও সুর-বাহার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন হয় না। বস্তুতঃ কচ্ছপীই সুর-বাহারের মূল আদর্শ। সুর-বাহার অতি আধুনিক যন্ত্র, প্রায় ৫০ বৎসর গত হইল প্রসিদ্ধ বীণকার-পিয়ারখাঁর ছাত্র গোলামমহম্মদখাঁ সুর-বাহারযন্ত্র প্রথম প্রস্তুত করেন। গোলামমহম্মদখাঁ লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের সভায় বীণকার ছিলেন।

সংখ্যা ১০।

বিপঞ্চী-বীণা।

বিপঞ্চী-বীণা দেখিতে অনেকাংশে কিন্নরী-বীণার ন্যায়, বিশেষের মধ্যে এই যে, ইহার ধ্বনি-কোষটী ডিম্ব, শুক্তি অথবা ধাত্বাদি অন্য কোন পদার্থের না হইয়া বিভিন্ন প্রকার অবয়ববিশিষ্ট একজাতীয় ক্ষুদ্র অলাবুদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। (এই জাতীয় অলাবুকে বাঙ্গালা ভাষায় তিত লাউ বলে) বিপঞ্চীর পরিমাণ, তারসংখ্যা, সারিকাবিন্যাস, স্বর-বন্ধন, ধ্বনিমাধুর্য্য, ধারণপ্রণালী এবং বাদনাদির নিয়ম এতৎ সমুদায়ই কিন্নরীসদৃশ। পুরাকালে বিপঞ্চী-বীণাতে

সাতটী তার সংযোজিত হইত, কিন্তু এক্ষণে পাঁচটীর অধিক তার ইহাতে ব্যবহৃত হয় না।

সংখ্যা ১১।

নাদেশ্বর-বীণা।

নাদেশ্বর-বীণার ধ্বনিকোষ ও ধ্বনিপট্টক দেখিতে অবিকল ইউরোপীয় বাহুলীন-যন্ত্রের সদৃশ, এবং ইহার দণ্ড, তারসংখ্যা, স্বরবন্ধনপ্রণালী, সারিকাবিন্যাস, ধ্বনির পারিপাট্য প্রভৃতি অপর সমুদায়ই কচ্ছপীর তুল্য। এই যন্ত্রটী অতি আধুনিক, বাহুলীন ও কচ্ছপী এই দ্বিবিধ যন্ত্রের মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি।

সংখ্যা ১২।

ভরত-বীণা।

ভরত-বীণার নাম শ্রবণমাত্র অনেকেই ইহার যৌগিক (অর্থাৎ ভরতঋষিপ্রণীতবীণা) এই অর্থ গ্রহণ করিয়া ইহাকে সংস্কৃত শাস্ত্রানুমত অতি প্রাচীন যন্ত্র মনে করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, এটী অতি আধুনিক-যন্ত্র। রুদ্র-বীণা এবং কচ্ছপী এতদুভয়ের মিশ্রণেই ইহার উৎপত্তি। ভরত-বীণার ধ্বনিকোষটী অবিকল রুদ্র-বীণার মত কাষ্ঠনির্ম্মিত ও চর্ম্মাচ্ছাদিত এবং দণ্ড, কীলক, তারসংখ্যা, স্বরবন্ধন,

ধারণ ও বাদনপ্রণালী এতৎ সমুদায়ই কচ্ছপীর অনুরূপ। অধিকন্তু এই যন্ত্রে পিত্তল-নির্ম্মিত কয়েকটী পার্শ্বতন্ত্রিকা সংযোজিত থাকে, সেই সকল পার্শ্বতন্ত্রিকা পৃথগ্ভাবে বাদিত না হইয়া প্রধান তারগুলির কম্পনে প্রতিধ্বনিত হয়। ভরত-বীণার নায়কী তারটী লৌহের, কিন্তু অপরাপর তার-গুলি কোন ধাতুর না হইয়া তন্তুময় হইয়া থাকে। পরন্তু ইহার ধ্বনির মধুরতা কি রবাব, কি কচ্ছপী ইহাদের কাহারই সদৃশ নহে, অপেক্ষাকৃত অনেক নীরস।

সংখ্যা ১৩।

তুম্বুরু-বীণা বা তম্বুরা।

তুম্বুরু-বীণা একটী অলাবু-নির্ম্মিত খর্পর বা ধ্বনিকোষ, একটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দণ্ড ও কাষ্ঠের ধ্বনিপট্টক প্রভৃতিদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তুম্বুরুগন্ধর্ব্ব এই যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। গীত বা বাদ্যের সময় স্বরবিশ্রাম না হইবার জন্যই এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে দুইটী পিত্তলের ও দুইটী লৌহের সাকল্যে চারিটী মাত্র তার থাকে, এবং সেই চারিটী তার নিম্নলিখিত নিয়মে আবদ্ধ করা যায়। যথা—

এই যন্ত্রের চারিটী তার উপরে লিখিত স্বরলিপির অনুযায়ী যে যে সুরে আবদ্ধ হয়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন সুরই ইহাতে প্রদর্শিত হইতে পারে না, তবে গায়কগণ রাগবিশেষ গান করিবার সময়ে কখন কখন এক-চিহ্ন-বিশিষ্ট তারটীকে উদারার পঞ্চমের পরিবর্ত্তে উদারার মধ্যম করিয়াও বাঁধিয়া থাকেন, কিন্তু অপর তিনটী তারের কোন পরিবর্ত্ত করেন না। ভারতবর্ষীয় তুম্বুরু-বীণাতে সারিকা-বিন্যাস থাকে না। বাদকগণ এই যন্ত্রের দণ্ডটী দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি সহকারে নিজ নিজ সুবিধা মত সরলভাবে বা স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক ধারণ করিয়া তর্জ্জনীদ্বারা ক্রমান্বয়ে এক একটী তার অবিচ্ছেদে বাজাইয়া থাকেন; কোন কোন বাদককে এক-চিহ্ন-বিশিষ্ট তারটীকে মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারাও বাজাইতে দেখা যায়। তুম্বুরু-বীণাতে কোণসাদি কিছুরই প্রয়োজন করে না, শুদ্ধ অঙ্গুলীর আঘাতেই তারগুলি ধ্বনিত হইয়া থাকে। বীণাজাতীয় যাবতীয় যন্ত্রের বাদন অপেক্ষা তুম্বুরু-বীণার বাদন অতি সহজ এবং স্বল্পায়াসসাধ্য। পারস্যদেশেও তুম্বুরু-বীণার বিশেষ প্রচলন আছে, তদ্দেশীয়েরা ইহাতে ছয়টী তার এবং পঞ্চবিংশ খানি সারিকা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তুরুষ্কদেশীয় কোন কোন তুম্বুরু-বীণাতে আটটী তার, পঞ্চত্রিংশৎ খানি সারিকা, কোন কোনটীতে নয়টী তার, চতুশ্চত্বারিংশৎ খানি সারিকা এবং কোন কোনটীতে বা দশটী তার এবং সপ্তচত্বারিংশৎ খানি সারিকা যোজিত থাকিতে দেখা যায়। তুরুষ্কদেশে প্রচলিত তুম্বুরু-বীণার সারিকাগুলি লৌহাদি ধাতুর না হইয়া

প্রায়ই চতুর্গুণ বিনাইত-তন্ত্র-নির্ম্মিত হইয়া থাকে এবং সেই সারিকাগুলি আরবদেশীয় স্বরগ্রামানুযায়িক বিন্যস্ত। আরবদেশে এই যন্ত্রটীই কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে "ওউড" নামে প্রচলিত আছে। স্যার গার্ড্নর্ উইল্কিন্‌শন্ বলেন খৃঃ জন্মের ১৫৭৫ বৎসর পূর্ব্বে মিসরদেশেও এই যন্ত্রের প্রচার ছিল, হাইরোগ্লিফিক্ লিখন প্রণালীর চিত্রময় প্রতিকৃতি দৃষ্টে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় *। কিন্তু আধুনিক আদিম মৈসরেরা এই যন্ত্র বড় একটা ব্যবহার করে না, তবে গ্রীক্, ইহুদী, আর্মেনিয়ান্, তুর্কী প্রভৃতি যে সকল ভিন্ন দেশীয় লোক তথায় গিয়া বসতি করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইহার বহু ব্যবহার দেখা যায়। মিষ্টার বনোমি বলেন এসিরিয়াদেশেও পূর্ব্বে তুম্বুরু-বীণা প্রচলিত ছিল, কিন্তু আমাদের দেশপ্রচলিত তুম্বুরু-বীণাতে ব্যবহৃত কীলকের পরিবর্ত্তে দুইটী আলম্বক অর্থাৎ থোব্‌না দেওয়া থাকিত এবং ঐ দুইটী থোব্‌নার সহিতই তার সংযোজিত হইত। এসিরিয়িকেরা মিজ্‌রাপদ্বারা উহা বাজাইত। এখন পর্য্যন্তও তুরুষ্কদেশের অন্তর্গত টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেড্রিস্ নদীতীরস্থ এসিরিয়িকদিগের মধ্যে তম্বুরা যন্ত্রের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় †। দক্ষিণ ইটালীয় কৃষকেরাও এই যন্ত্রটীকে কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে "কেলেসিয়ান্" নামে ব্যবহার করে। তুম্বুরুজাতীয় "কেলেসিয়ান্" যন্ত্রে

* An Introduction to the study of the Egyptian Hieroglyphs, by Samuel Birch, London, 1857, P. 225.

† Nineveh and its Palaces, by J. Bonomi, London, 1853, P. 231.

দুইটী মাত্র তন্তু-নির্ম্মিত তার যোজিত থাকে। সুবিখ্যাত সঙ্গীত গ্রন্থকার ডাক্তার বার্ণি এই জাতীয় যন্ত্রের বিষয় তাঁহার স্বকৃত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১৯৬ পৃষ্ঠায় যথোচিত নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই তুম্বুরু যন্ত্রই কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে চীনদেশে "সান্সীন্" এবং জাপানে "সামসীন্" নামে বিখ্যাত! এই উভয়দেশীয় তুম্বুরুর ধ্বনিপট্টকটী তত্তদ্দেশীয় সর্পবিশেষের চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত এবং তাহাতে তিনটী মাত্র তার যোজিত থাকে। তত্রত্য লোকেরা উক্ত যন্ত্র কোণসূদ্বারা বাজায়। মিষ্টার হোমেয়ার ডি হেল্ সাহেব বলেন তাতারদেশে কাস্পিয়ান্ হ্রদের তীরবাসী কাল্মক্ জাতিদের মধ্যেও তুম্বুরু-সদৃশ যন্ত্র অপ্রচলিত নাই। রুষিয়াদেশেও এই প্রকার যন্ত্র "ব্যালালাইকা" নামে প্রসিদ্ধ ছিল *। "ব্যালালাইকা" যন্ত্র পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই তথায় নীত হয়, আমরাও একথা অযৌক্তিক বোধ করি না। পুরাকালে ভারতবর্ষে "বল্লরিকা" নামে যে এক বিধ বীণা প্রচলিত ছিল, বোধ হয় "বল্লরিকাই" নামাপভ্রংশে তথায় "ব্যালালাইকা" নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।

---

* Stuttgart, 1857, P. 227.

সংখ্যা ১৪।

——co——

কানুন।

কানুন এক প্রকার বহুতন্ত্রবিশিষ্ট তত যন্ত্র। এই যন্ত্রের উৎপত্তিস্থান লইয়া সঙ্গীতগ্রন্থকর্ত্তারা নানাবিধ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আখোয়াল্ উস্‌সোফা নামক একজন পারসিক সঙ্গীতগ্রন্থকার বলেন যে, আরবদেশই এই যন্ত্রের আদি উৎপত্তিস্থান। খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে আরবদেশে নিকোমেকাস্ নামক যে অন্যতর বিখ্যাত সঙ্গীতবিৎ পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার মতে মিসরদেশেই ইহার প্রথম সৃষ্টি হয়। অন্যান্য সঙ্গীতবেত্তাদিগের মধ্যেও এইরূপ বিস্তর মতভেদ লক্ষিত হয়, কিন্তু উক্ত পণ্ডিতগণ যে, কি কারণে এবং কি বিশেষ প্রমাণ দৃষ্টে কানুনের প্রথম উৎপত্তিস্থানঘটিত মতভেদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। আমাদিগের বিবেচনায় এই ভারতবর্ষেই কানুনের প্রথম সৃষ্টি হয়। তাহার প্রমাণ এই যে, অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে শততন্ত্র বিশিষ্ট এক প্রকার বীণা প্রচলিত ছিল, শাস্ত্রকারেরা তাহাকে "শততন্ত্রীবীণা" এই আখ্যা প্রদান করেন। ঋক্‌বেদে কথিত আছে যে, মহর্ষি কাত্যায়ন * উক্ত জাতীয় বীণার প্রথম

* পাণিনি মুনির কিছু দিন পরে অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যৎকালে পাটলিপুত্র নগরে নন্দ নামক রাজা রাজত্ব করেন সেই সময়েই ভারতবর্ষে কাত্যায়ন ঋষি প্রাদুর্ভূত হন। জন্ গ্যারেট্-কৃত হিন্দু জাতির পুরাবৃত্ত, শিল্প, সাহিত্যাদি বিষয়ক অভিধানে কাত্যায়ন এবং বররুচি শব্দ দ্রষ্টব্য।

স্থষ্টিকর্ত্তা। কাত্যায়নঋষিকর্ত্তৃক প্রথম সৃষ্ট হয় বলিয়া অনেকেই উহাকে কাত্যায়নবীণা বলিয়া ব্যবহার করিত। মধ্যে কোন বিশেষ বিপ্লবে উক্ত যন্ত্র ভারতবর্ষে নামমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। মিসরবাসীরা যে সময়ে বাণিজ্যোপলক্ষে সর্ব্বদা ভারতবর্ষে যাতায়াত করিত, সেই সময়েই জনৈক মৈসরবণিক্‌কর্ত্তৃক কাত্যায়নবীণা ভারতবর্ষ হইতে তদ্দেশে নীত হয়। একথা যে কেবল আমরাই বলিতেছি এমন নহে, ফ্রান্সদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মাষ্টার ভিলেটিউ (Velleteau) মিসরদেশের সঙ্গীত সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত লিখিবার সময়ে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, মৈসরেরা ভারতবর্ষ হইতেই প্রথমে কাত্যায়ন-বীণা স্বদেশে লইয়া গিয়া তাহারই অনুকরণে স্বদেশপ্রসিদ্ধ কাতুন নামক যন্ত্র প্রস্তুত করেন। অনন্তর আরবীয়েরা মৈসরনির্ম্মিত কাতুন যন্ত্র তথা হইতে স্বদেশে লইয়া গিয়া কানুন নাম প্রদান করেন *। ইহুদীজাতীয় সঙ্গীতবিৎ সলোমেনের মতে খৃষ্ট জন্মিবার পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে

* কাত্যায়ন বীণাই যে, দেশভেদে সংস্কৃত নামাপভ্রংশে কোন স্থানে কাতুন, কোন স্থানে কানুন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে একথা অযৌক্তিক নহে, যেহেতু আমাদিগের প্রচলিত ভাষাই নামাপভ্রংশে এই বঙ্গ দেশেই নানা স্থানে নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। যেমন বঙ্গ হইতে বাঙ্গালা, লবণ হইতে নুণ, যশোহর অঞ্চলে নোণ, ঘৃত হইতে ঘি, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় গৃত বা গি, বৃদ্ধ হইতে বুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে বুঢ়া, এরণ্ড হইতে ভেরেণ্ডা, প্রস্তর হইতে পাতর, মক্ষিকা হইতে মাচী বা মাছী, বক্র হইতে বেঁ্যাক (বগড়ি ও মেদিনীপুর অঞ্চলে এই বেঁ্যাক শব্দ ব্যবহৃত হয়) ইত্যাদি। এই সকল প্রমাণ দৃষ্টে ভাষাবিজ্ঞ মহোদয়গণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যখন এক দেশের ভাষা স্থানভেদে নানারূপ ধারণ করিয়াছে, তখন ভারতবর্ষীয় কাত্যায়নবীণা শতযোজন বিস্তীর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন-নামে প্রসিদ্ধ হওয়া সম্ভত কি না?

মিসরদেশেই কাতুন প্রথম উৎপন্ন হয়। মিসরীয় কাতুনের দৈর্ঘ্য চল্লিশ পর্ব্ব, প্রস্থ ষোড়শ পর্ব্ব এবং বেধ দুই পর্ব্বমাত্র হইয়া থাকে, ইহাতে বায়াত্তরটী কীলকে বায়াত্তর গাছি তন্তু আবদ্ধ হয় এবং কীলকাদি সহিত সমুদায় যন্ত্রটী একটী কাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে সংস্থাপিত থাকে।

মাষ্টার ভিলেটিউ সাহেবের মতানুসারে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, কাতুন-যন্ত্র মিসর হইতে আরবে নীত ও কানুন নাম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মাষ্টার লেন সাহেব বলেন যে, খৃষ্ট জন্মিবার তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আরবদেশেই কানুন প্রস্তুত হইয়াছিল। আরবীয় কানুনের চল্লিশটী কীলকে চল্লিশ গাছি তার যোজিত এবং সমুদায় যন্ত্রটী পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে একটী বাক্সমধ্যে স্থাপিত থাকে। তৎপরে পারসিকেরা আরবদেশ হইতে উক্ত যন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে আর দুইটী অতিরিক্ত তার যোজনা করত সাকল্যে বিয়াল্লিশটী তার-বিশিষ্ট কানুনযন্ত্র ব্যবহার করে। কালক্রমে ভারতবর্ষের অতি গৌরবের সামগ্রী সেই কাত্যায়ন বীণাই দেশভেদে নাম ও অবয়বভেদ প্রাপ্ত হইয়া পারসিক বণিক্‌দ্বারা এই ভারতবর্ষে পুনরানীত হয়। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়, এখন কোথায় সেই কাত্যায়ন-বীণা, কোথায় তাহাতে শততন্তু যোজনা এবং কোথায়ইবা তৎপ্রণেতা মহর্ষি কাত্যায়ন! খৃষ্টের তিন শত সাতাইশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসের অন্তঃপাতী মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর আলেক্‌জাণ্ডার কি অশুভক্ষণেই এই স্বর্ণভূমি ভারতভূমিতে পদার্পণ করেন, উক্ত মহাত্মার

পাদস্পর্শ হইতে না হইতেই ভারতের সৌভাগ্যসূর্য্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইল। তদবধিই এই মহারাজ্যের স্বাধীনতা-লোপ, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের দুরবস্থা, সঙ্গীতশাস্ত্রের ক্ষয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই কাত্যায়ন প্রভৃতি নানা জাতীয় বীণা ও অন্যান্য সঙ্গীতযন্ত্রের বিনাশ হয়।

পারসিক ইতিবৃত্তলেখক আলেক্‌জাণ্ডার চটস্কো সাহেব বলেন যে, খৃষ্টের আট শত বৎসর পরে কানুন যন্ত্র কোন কোন অংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার আনীত ও স্থাপিত হয়। অধুনাতন ভারতবর্ষীয় কানুনের দৈর্ঘ্য প্রায় দুই হস্ত, প্রস্থ প্রায় এক হস্ত এবং বেধ অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে। এতদ্দেশব্যবহৃত কানুনে সচরাচর প্রায় বাইশটীহইতে ত্রিশটীপর্য্যন্ত তার যোজিত থাকিতে দেখা যায়। সেই তারগুলি লৌহাদিধাতুনির্ম্মিত। আধুনিক ভারতীয় কানুনের তারগুলি মিসর, আরব প্রভৃতি দেশীয় কানুনের ন্যায় একটী কাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে উভয় পার্শ্বে কীলকদ্বারা আবদ্ধ থাকে। এই যন্ত্র সমতল স্থানে স্থাপন-পূর্ব্বক কোণস্‌বিশিষ্ট দুই হস্তের চারিটী চারিটী করিয়া আটটী অঙ্গুলিদ্বারা বাজাইতে হয়। কানুনের দ্বাবিংশতি সংখ্যক তার নিম্নলিখিত সুরে আবদ্ধ করা যায়। যথা—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২

অ — স ঋ গ ম প ধ নি র্স

মু — স ঋ গ ম প ধ নি

উ — স ঋ গ ম প ধ নি

অথবা।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২

তা — সা ঋ গ ম প ধ ন র্সা র্ঋ র্গ র্ম র্প

মু — সা ঋ গ ম প ধ ন

উ — প ধ ন

উপরে লিখিত প্রথম স্তবকটীতে বাইশটী তারের মধ্যে প্রথম সাতটী উদারা সপ্তকের সপ্ত স্বরে, দ্বিতীয় সাতটী মুদারা সপ্তকের সপ্ত স্বরে, তৃতীয় সাতটী তারা সপ্তকের সপ্ত স্বরে এবং দ্বাবিংশসংখ্যক তারটী তারার উচ্চ সপ্তকের শুদ্ধ সা, সাকল্যে এই বাইশটী স্বরে, আবদ্ধ আছে। তাহা হইলেই এই যন্ত্রে স্বাভাবিক তিনটী পূর্ণ সপ্তক ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ সপ্তকের সা মাত্র পাওয়া যায় এবং তারার উচ্চ সপ্তকের স্বর জ্ঞাপনার্থ সেই স্বরের মস্তকোপরি একটী বিন্দু স্থাপিত করা গিয়াছে। দ্বিতীয় স্তবকটীতে উদারার পঞ্চম হইতে তারার উচ্চ সপ্তকের পঞ্চম পর্য্যন্ত স্বর পাওয়া যায় *।

এড্ওয়ার্ড্ এফ্ রিম্বল্ট্ এল্ এল্ ডি (Edward F. Rimbault L.L.D.) সাহেবকৃত পিয়ানযন্ত্রের ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, ইহুদীদিগের দেশে কান্নুনযন্ত্র "নাবি" অথবা "সাল্টরি" † (Psaltery) নামে বিখ্যাত ছিল। রোসেলিনি বলেন,

* বাদকগণ প্রয়োজনানুসারে ঐ বাইশটী স্বরই কোমল ও তীব্রভাবে বিকৃত করিয়া লইতে পারেন।

† ডল্সিমার নামক অপর এক প্রকার যন্ত্র সাল্টরির প্রকার ভেদে তৎকালে প্রস্তুত হইত ডল্সিমারের আকার ত্রিকোণ, ইহা প্রায় অষ্টাদশ

প্রসিদ্ধ সলমান ভারতবর্ষ হইতে মেহগ্নী কাষ্ঠ (সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে নন্দিককাষ্ঠ বলে) আনাইয়া সাল্টরিযন্ত্র প্রস্তুত করাইতেন। ইহুদীয় সাল্টরি যন্ত্রে ১০টী, ১২টীর অধিক তার প্রায় থাকিত না। সাল্টরি, হার্প্, লাইয়ার, শাম্বুক * প্রভৃতি যন্ত্র, সমুদয়ই প্রায় এক জাতীয়, তবে নির্ম্মাণগত ও উপাদানগতভেদে ধ্বনির তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ১১১৮ খৃষ্ট অব্দে নানাবিধ সাল্টরির চিত্রময় প্রতিরূপ প্যারিসের কৌতুকাগারে প্রদর্শিত হইয়াছিল। (MS) তৎকালে স্পেনদেশে উক্ত যন্ত্রকে কণ্টিকম্ বলিত, অন্যান্য বীণাজাতীয় যন্ত্রের ন্যায় অঙ্গুলিত্র অথবা কেবলমাত্র অঙ্গুলিদ্বারা সাল্টরি বাজান রীতি ছিল।

অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং ইহাতে পঞ্চাশটী তার একটী সেতুর উপর দিয়া কীলকে আবদ্ধ থাকিত। ডল্সিমার যন্ত্র সম্মুখে সমতল ভূমিতে স্থাপনানন্তর উভয় হস্তেরতর্জ্জনীতে মহিষশৃঙ্গনির্ম্মিত দুইটী অঙ্গুলিত্র পরিধান করিয়া উহা বাজাইবার রীতি ছিল। ১৫৫০ খৃষ্ট অব্দে ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে ডল্সিমার ইংলণ্ডদেশে বহুলভাবে প্রচলিত হয়। কথিত আছে, রাজাধিরাজ অষ্টম হেনরি পীড়িতাবস্থায় ডল্সিমার শ্রবণ করিলে অনেক সুস্থ হইতেন সেই জন্য রাজপ্রাসাদের প্রায় প্রতি গৃহেই এক একটী উক্ত যন্ত্র সংস্থাপিত থাকিত। প্রসিদ্ধ জার্ম্মেন দেশীয় সঙ্গীত গ্রন্থকার অটমেরাস লুসিনিয়াস বলেন, ডল্সিমার জার্ম্মেন দেশে হ্যাক্বোর্ড নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হ্যাক্বোর্ড যন্ত্র উভয় হস্তে দুইটী শলাকা বা দুইটী তাড়নী লইয়া বাজাইবার রীতি ছিল।

* শাম্বুক যন্ত্র বৃহদাকার সামুদ্রিক শম্বুক আবরণ দ্বারা প্রস্তুত হইত সেই জন্য ইহার নাম শাম্বুক হইয়াছে। পাঠকগণ এস্থলে বিবেচনা করিবেন, শাম্বুক শব্দের অর্থটী সংস্কৃত শব্দগত হইতেছে যথা—"শম্বুকাৎ জাত ইতি শাম্বুক।"

খৃষ্টের ত্রয়োদশশতাব্দীতে গুইলাম্ নামক জনৈক শিল্পী কর্ত্তৃক ইটালীদেশে কানুন যন্ত্রের প্রতিরূপে সিটোল্ নামে এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত হয়। সিটোল্‌যন্ত্র তাড়নী বা অঙ্গুলিত্রদ্বারা বাদিত না হইয়া কেবলমাত্রঅঙ্গুলিদ্বারা বাজিত। মিস্টার ফেটিস্ সাহেব বলেন, সিটোল্ যন্ত্র হইতে ত্রয়োদশশতাব্দীর মধ্যে ইটালিদেশেই ক্লাভিকর্ড্ নামক অপর এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। ক্রমশঃ ক্লাভিকর্ড্ বেলজিয়ম্ এবং জার্মেনী দেশে প্রস্তুত হইতেও আরম্ভ হয়। * ক্লাভিকর্ড্‌যন্ত্রকে অনুকরণ করিয়া খৃষ্টের ষোড়শশতাব্দীতে ক্লাভিসিথিরীয়ম্ (Clavicytherium or Keyedcithara) অথবা সকুঞ্জিক সেতার নামে এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত হয়। প্রসিদ্ধ লুসিনিয়াস্ এবং মারসেন্স বলেন, ক্লাভিসিথিরীয়মের আদি উৎপত্তি সেতার † হইতে। অনন্তর ক্লাভিকর্ড্ এবং ক্লাভিসিথীরয়ম্ ক্রমশঃ ভর্জিনেল্ ‡ স্পিনেট্ ** হার্প-

* ক্লাভিকর্ড্ এবং ক্লাভিসিথীরিয়ম্ এই দুইটি যন্ত্রের মধ্যে কোন্‌টি অগ্রে এবং কোন্‌টী পরে প্রস্তুত হয়, এতৎ সম্বন্ধে তার যন্ত্রের ইতিহাস লেখক গণের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ মেঃ ফেটিস্ সাহেবের মতে ক্লাভিকর্ড্ যন্ত্র অগ্রে জাত।

† বীণাজাতীয় যন্ত্র সামান্য অন্যান্য দেশে প্রায় সেতার নামে ব্যবহৃত হইত।

‡ Some authors have supposed that the name of this instrument was intended to convey a compliment to Queen Elezabeth—the "Virgin Queen"; but what we have just stated shows that the Virginal was kuown anterior to the date of her birth. Dr Johnson suggests that the instrument was so called "because played upon chiefly by young ladies."

** সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা যেমন বীণাযন্ত্রকে মনুষ্য দেহের অনুকৃতি বলিয়া লিখিয়াছেন, তেমনি প্রসিদ্ধ মার্‌সেনাসের মতেও স্পিনেট্ যন্ত্রকে মনুষ্য

সিকর্ড্ প্রভৃতি যন্ত্র প্রস্তুত হয়। হার্পসিকর্ড্ দেখিতে অবিকল অধুনাতন অনুপ্রস্থ মহাপিয়ানফোর্ট যন্ত্রের ন্যায় ছিল। হার্পযন্ত্রের অনুকরণে হার্পসিকর্ডের উৎপত্তি। বেলজিয়মের অন্তঃপাতী আণ্টর্প নগরবাসী প্রসিদ্ধ রকর্ কর্ত্তৃক হার্পসিকর্ডের বিশেষ চমৎকারিত্ব ও পূর্ণত্ব লাভ হয়। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে ইটালীদেশের অন্তঃপাতী টস্কানী প্রদেশের রাজধানী পাডুয়া নগরবাসী সিগ্নর্ বার্ত্তিলোমিয়ো কৃষ্টফালী (Signor Bartilommeo christophali) রোমের নাট্যশালায় ঐক্যবাদন জন্য ফ্লরেন্স্ নগরে পিয়ানফোর্ট যন্ত্র প্রথম প্রস্তুত করেন। ১৭১৬ খৃঃ অব্দে সুবিখ্যাত ফ্রান্স দেশীয় হার্পসিকর্ডনির্ম্মাতা মেরিয়স্ (Merius)পিয়ানযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া স্বদেশে প্রচলিত করেন। এই রূপে স্বল্পকাল মধ্যে এই পিয়ানযন্ত্র ইউরোপীয় সর্ব্ববাদি-সম্মত ও সর্ব্বদেশপ্রচলিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ইহার নির্ম্মাণকৌশল ধ্বনিপারিপাট্য প্রভৃতি বহুবিধ উন্নতিসাধন জন্য নানা দেশীয় শিল্পীগণ বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে এ ব্রড্ উড্ কলর্ প্রভৃতি পিয়াননির্ম্মাতৃগণ এতৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

দেহের প্রতিরূপ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। মার্সেনাস্ বলেন, "The sounding-boards are the muscles; the cross bars the bones; and the strings the organs of speech". But what is more valuable, he adds, "the spinet had ordinarily forty-nine strings of which the lower thirty were made of cotton, because this was strongest and deepest, and the higher ones, nineteen in number, were of steel and iron * * *. There were but six or seven sizes of strings; but if the spinet were made in real perfection, there would be strings of different sizes, suited purposely to every note. Even in the length of string the makers are careless, and everything depends upon the tention."

প্রায় ৮ বৎসর অতীত হইল আমাদের দেশে এই কানুন যন্ত্রের প্রতিরূপ স্বরূপ 'স্বরপুরা' নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। শুনিয়াছি যন্ত্রকর্ত্তা এরূপ যন্ত্র নির্ম্মাণে বঙ্গদেশীয় কোন এক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিলেন—সেই মহোদয়ই আবার সেই যন্ত্রের নামকরণ করেন। কলিকাতাস্থ কোন এক প্রসিদ্ধ যন্ত্রনির্ম্মাতা সেই যন্ত্রের নির্ম্মাণবিধি সম্পাদন করেন। সেই নির্ম্মাতার নিকট হইতে আমরাও অবিকল সেইরূপ অথচ তাহা অপেক্ষা সুন্দরতর ও উৎকৃষ্টতর আর একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি। সুতরাং সেইটী নূতন যন্ত্র নহে, আমাদের দেশে ইহা এখনও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। আমরা জানি, অনেক মুসলমান সঙ্গীতদর্শী এতদ্বাদনে বিশেষ কুশলী। বস্তুতঃ এ যন্ত্র কানুনের অনুকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এড্ওয়ার্ড রিম্বল্ডের পিয়ানফোর্ট নামক গ্রন্থে ডল্সিমার্ অধ্যায়ে তাহার একটী চিত্রময় প্রতিরূপ দৃষ্ট হইবে। সুতরাং এ যন্ত্র নূতন বলিয়া কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। যে যন্ত্র মিসরে কাতুন, আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশে কানুন বলিয়া প্রচলিত—যাহার অনুকরণে অবশেষে ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ যন্ত্র 'পিয়ান' প্রস্তুত হইয়াছে—সে যন্ত্র যে ভারতের সহস্রাধিকবৎসরপ্রচলিত কাত্যায়ন-বীণা তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল।

সংখ্যা ১৫।

প্রসারণী বীণা।

দুইটী চিকারি পরিত্যাগে পাঁচটী কাণবিশিষ্ট একটী কচ্ছপী বীণার দণ্ডপার্শ্বে অপর তিনটী কীলকযুক্ত একটী ক্ষুদ্র দণ্ড সংলগ্ন করিলেই প্রসারণী বীণা হয়। এই যন্ত্রের প্রধান দণ্ডটীতে ১৬ খানি এবং অতিরিক্ত ক্ষুদ্র দণ্ডটীতেও ১৬ খানি সাকল্যে ৩২ খানি সারিকা অবিকল কচ্ছপী আদি বীণার অনুকরণে বিন্যস্ত থাকে। প্রধান দণ্ডস্থ পাঁচটী তার কিয়ৎ পরিমাণে রঞ্জনী বীণার মত বন্ধন করার রীতি আছে এবং ক্ষুদ্র দণ্ডস্থিত তারত্রয় প্রধান দণ্ডের তারবদ্ধ স্বরের মধ্য সপ্তক করিয়া বাঁধিতে হয়, অর্থাৎ প্রধান দণ্ডের দুই চিহ্ন বিশিষ্ট তারটী যে স্বরে বাঁধা থাকিবে, ক্ষুদ্র দণ্ডস্থ দুই চিহ্ন বিশিষ্ট তারটী তাহা অপেক্ষা এক সপ্তক উচ্চ করিয়া বাঁধিতে হইবে। কিন্তু প্রধান দণ্ডের দুই চিহ্ন বিশিষ্ট তারটী উদারার নিম্ন সপ্তকের ষড়্জ করিয়া বাঁধার রীতি আছে; সুতরাং ক্ষুদ্র দণ্ডের দুই চিহ্ন বিশিষ্ট তারটী উদারার ষড়্জ স্বরে আবদ্ধ হইবে। অপরাপর তার গুলি যে যে স্বরে বাঁধিতে হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

প্রধান দণ্ড।

১ ২ ৩ ৪ ৫

অ
ম
উ
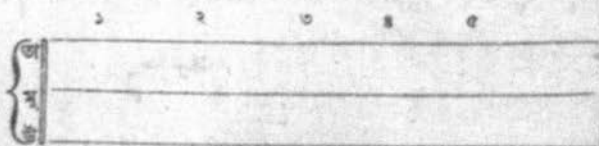
নিম্ন অতিরিক্তরেখা ম . স স ম প

ক্ষুদ্র দণ্ডিকা।
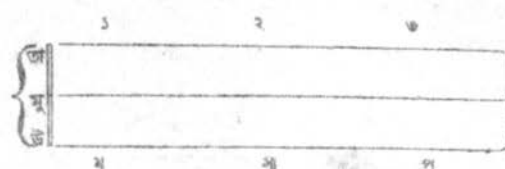
সেতারাদি অন্যান্য যন্ত্র যে পদ্ধতিতে বাজাইতে হয়, ইহার বাদন প্রণালী অবিকল তদনুরূপ নহে। প্রসারণী সমতল স্থানে বা ক্রোড়ে ঠিক সমভাবে শায়িত করিয়া বংশ বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র শলকা দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিযোগে ধারণ করণানন্তর তাহারই আঘাতে বাজাইতে হয় এবং বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি তারের উপরে সারিকায় সারিকায় টীপ ও ঘর্ষণ সহকারে সঞ্চালন করিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক আঘাতই যন্ত্রের সারিকা-শূন্য স্থানে হওয়া উচিত। বাদকগণ স্বেচ্ছানুসারে শলাকার পরিবর্ত্তে কোণস্‌ও ব্যবহার করিতে পারেন। প্রসারণী বীণাতে নিম্ন লিখিত নিয়মে দুইদণ্ডে সাকল্যে সার্দ্ধত্রিসপ্তক স্বর প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যথা—

প্রধান দণ্ড।
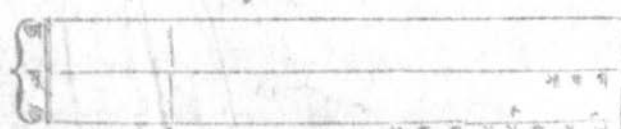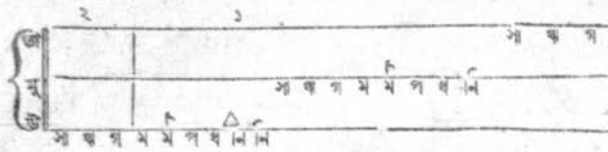
ক্ষুদ্র দণ্ডিকা।

এই যন্ত্রে দুইটী দণ্ড যোজনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমতঃ অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা ইহাতে এক সপ্তক অধিক স্বর অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়, যেহেতু অপরাপর বীণাদিতে সার্দ্ধ দ্বিসপ্তকের অধিক স্বর পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহাতে সার্দ্ধ-ত্রিসপ্তক পর্য্যন্ত অক্লেশে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। দ্বিতী-য়তঃ প্রধান দণ্ডস্থ তারের স্বর নীচ এবং ক্ষুদ্র দণ্ডস্থ তারের স্বর এক সপ্তক উচ্চ করিয়া বাঁধা থাকাতে বাদনকালে সময়ে সময়ে উভয় দণ্ডের উচ্চ ও নীচ স্বর যোগ দিলে বাদ্য, বিশেষ অলঙ্কৃত ও শুনিতে অতীব মধুর হয়। প্রসারণী বীণাটীও আধু-নিক যন্ত্র।

সংখ্যা ১৬।

স্বরবীণা।

স্বরবীণা সংস্কৃতশাস্ত্রানুযায়ী অতি প্রাচীন যন্ত্র, ইহা দেখিতে অনেক অংশে রবাবের মত। ইহার ধ্বনি কোষটী অলাবু নির্ম্মিত এবং দণ্ডাদি অবশিষ্ট অবয়ব সমুদয় কাষ্ঠের।

রবাবের ধ্বনি কোষ যেমন চর্ম্মাচ্ছাদিত থাকে, ইহার ধ্বনি-কোষ তৎ পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ ফলক দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। স্বর-বীণার তার চারিটী নিম্ন লিখিত স্বরে আবদ্ধ থাকে। যথা—
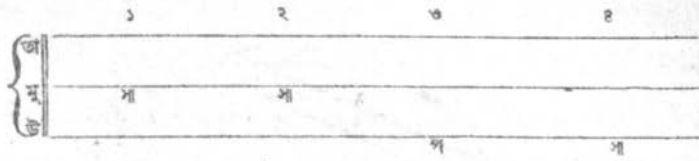
এই যন্ত্রে উদারা, মুদারা ও তারা এই তিনটী পূর্ণ সপ্তক পাওয়া যায়।

সংখ্যা ১৭।

মোচঙ্গ।

মোচঙ্গ-যন্ত্র বিশুদ্ধ লৌহদ্বারা নির্ম্মিত হয় এবং দেখিতে কতকাংশে ত্রিশূলের অগ্রভাগের ন্যায়। ইহার মধ্যভাগে একখানি পাত্‌লা সরু লোহার পাত সংবদ্ধ থাকে। যন্ত্রটী বাম হস্তের সাহায্যে দন্তদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীদ্বারা উক্ত লোহার পাতে আঘাত দিয়া বাজাইতে হয়। ইহাতে একটীর অধিক স্বর প্রায় নিষ্পন্ন হয় না। স্বরের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য প্রতি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অতি সজোরে

শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। মোচঙ্গ বাজাইবার এইটীই বিশেষ কৌশল। যাঁহারা সর্ব্বদা মোচঙ্গ ব্যবহার করেন, তাঁহারা প্রায়ই দন্তরোগ ও শ্বাসরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। যদিচ এই যন্ত্রের সন্তোষজনক ধ্বনি-মাধুর্য্য নাই বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে আভ্যন্তরিক ঐকতানিকা সহযোগে বাদিত হইলে এক প্রকার শুনিতে মন্দ লাগে না। নিপুণ মৌচঙ্গিকেরা ময়দা বা মমদ্বারা মোচঙ্গের স্বরের উচ্চনীচতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই যন্ত্রটী অতি প্রাচীন, কোন কোন সঙ্গীতকুতূহলী মহাত্মা ইহাকে ভারতবর্ষীয় হার্প বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু আমরা একথা যুক্তিযুক্ত বোধ করি না। যেহেতু ইহাতে হার্পের কোন সাদৃশ্যই লক্ষিত হয় না।

সারঙ্গী।

সংখ্যা ১৮।

সারঙ্গী-যন্ত্রটী অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, ইহার ধ্বনিকোষ ও দণ্ড উভয়ই একখানি অখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত, ধ্বনিকোষটী পাতলা চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত এবং দণ্ডটী কাষ্ঠের পট্‌রিতে আবৃত হইয়া থাকে। দণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে উভয় পার্শ্বে দুই দুইটী করিয়া চারিটী কীলক এবং ঐ চারিটী কীলকে চারি গাছি তন্তু সংবদ্ধ করা যায়। দণ্ড-পার্শ্বে নির্ম্মাতার ইচ্ছাধীন অপর কয়েকটী কীলক ও তাহাতে

কীলকসংখ্যানুগত পিত্তলনির্ম্মিত তার পার্শ্বতন্ত্রিকারূপে সংযোজিত করা থাকে। উল্লিখিত প্রধান চারিটী তন্ত্র অর্থাৎ তাঁত নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন স্বরে আবদ্ধ করা যায়। যথা—
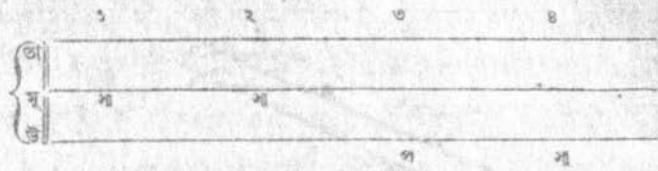
এই যন্ত্র ক্রোড়ে লম্বভাবে বক্ষঃস্থলের ঠেস্ সহকারে স্থাপন করিয়া বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ভিন্ন অপর চারিটী অঙ্গুলির নখের ঘর্ষণে এবং দক্ষিণ হস্তধৃত ধনুর্দ্বারা বাজাইতে হয়। নখের ঘর্ষণগুলি তন্তুর পার্শ্বে পার্শ্বে হওয়া উচিত। সারঙ্গী-যন্ত্রে নিম্নে প্রদর্শিত নিয়মে পূর্ণ ত্রিসপ্তক প্রতিপন্ন হয়। যথা—
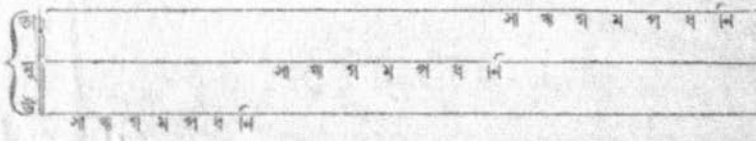
সারঙ্গী কোমলকণ্ঠী স্ত্রীজাতির স্বস্বরানুগত হইয়া সামাজিক নৃত্যশালায় ব্যবহৃত হয়। সারঙ্গীর ধ্বনি অতীব মধুর, অথচ কণ্ঠস্বরানুরূপ, এমন কি কখন কখন সুকণ্ঠী স্ত্রীলোকদিগের কণ্ঠের স্বরের সহিত ইহার ধ্বনি এরূপ সমস্বরে মিলিত হইয়া যায় যে, উত্তম স্বরজ্ঞ সঙ্গীত ব্যবসায়ীরাও অতি কষ্টে উভয়ের পার্থক্য সহসা স্থির করিতে পারেন না, যন্ত্রধ্বনি ও কণ্ঠস্বর দুইই এক বলিয়া প্রতীতি

হয়। এই যন্ত্রটী যে বহুকালাবধি ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই বহুলভাবে প্রচলিত ও ধনুস্তন্তযন্ত্রের আদি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, ইহা জন্ বিসপ্ কর্ত্তৃক অনুবাদিত বেল্জিয়ম্ রাজ্যের রাজধানী ব্রসেল্ নগরস্থ সঙ্গীতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক এফ্, জে, ফেটীস্ সাহেবকৃত সুবিখ্যাত বাহুলীননির্ম্মাতা এস্টেডি ভেরিয়াসের জীবন বৃত্তান্ত এবং ধনুর্যন্ত্রের আদি উৎপত্তি-বিষয়ক ইতিহাসগ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। কথিত আছে খৃঃ জন্মের ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাবল পরাক্রান্ত লঙ্কাধিপতি রাবণ রাজাই এই জাতীয় যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি করেন। পরে নানা দেশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে নানা নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইউরোপের ভায়লিন্, চীনের "আরহীন" জাপানের "কোকীন" পারস্যের "কামাঞ্চা" সারঙ্গীর অবয়বভেদ মাত্র, এসিরিয়া দেশেও ইহা অপ্রচলিত ছিল না।

সংখ্যা ১৯।

এস্রার্।

এস্রার্ যন্ত্রটী অতি আধুনিক, সেতার ও সারঙ্গী এই দ্বিবিধ যন্ত্রের মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। এই যন্ত্রের খর্পর হইতে দণ্ড পর্য্যন্ত সমুদায় অবয়বটী কাষ্ঠনির্ম্মিত। খর্পরটী কতকাংশে সারঙ্গীর ন্যায় এবং দণ্ডটী অবিকল সেতারের দণ্ডের অনুরূপ। দণ্ডের উপরিভাগে যোজিত পাঁচটী কীলকে পাঁচটী তার আবদ্ধ করা যায়। সেতারের পাঁচটী তার যে যে

ধাতুনির্ম্মিত এবং যে যে সুরে বাঁধা থাকে, ইহার তার পাঁচটীও ঠিক সেই সেই ধাতুনির্ম্মিত ও সেই সেই সুরে বাঁধিবার রীতি আছে। অধিকন্তু ইহাতে পিত্তলের পার্শ্বতন্ত্রিকা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহার সংখ্যা এবং সুরবন্ধন বাদকের ইচ্ছার অধীন। ইহার পার্শ্বতন্ত্রিকাগুলি পৃথগ্‌রূপে বাদিত হয় না, প্রধান তারের কম্পনেই প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। বাদকগণ বাম হস্তের আলগোচা আশ্রয়ে যন্ত্রটী লম্বভাবে দাঁড় করাইয়া দক্ষিণ হস্তে ধৃত ধনুর্দ্বারা বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। সেতার বাদনের প্রণালীতে ইহার বাদনে বাম হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই দুইটী অঙ্গুলিরই সমধিক ব্যবহার দেখা যায়। এস্‌রারের লৌহনির্ম্মিত নায়কী তারটীই সর্ব্বদা বাদিত হইয়া থাকে, অপর তারগুলি প্রায় সুরসহযোগিতার জন্যই ব্যবহার্য্য। এই যন্ত্রও কোমলকণ্ঠী স্ত্রীজাতির গানের মধুরতাবর্দ্ধননিমিত্তই প্রয়োজনীয় এবং তাহাদিগের গীতানুবর্ত্তী হইয়া বাদিত হয়। কখন কখন সেতারাদি যন্ত্রের ন্যায় ইহা স্বতঃসিদ্ধ রূপেও বাদিত হইতে দেখা যায়।

সংখ্যা ২০।

মায়ূরী বা তায়ুশ্ ।

মায়ূরী-যন্ত্র এস্‌রারের অবয়বভেদ মাত্র। কেবল ইহার খর্পরমূলে একটী কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত ময়ূরের সগ্রীবা মুখ যোজিত থাকিতে দেখা যায়। ময়ূরাস্যসংযোগে নির্ম্মিত

হয় বলিয়াই এই যন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় "মায়ূরী" ও পারস্য ভাষায় "তায়ুশ্" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার ধারণ, স্বরবন্ধন, বাদন ও প্রয়োজন প্রভৃতি সমুদায়ই এস্‌রারের ন্যায়। বস্তুগত্যা ইহা অতি আধুনিক যন্ত্র। বিবিধ অনুসন্ধানে বোধ হয় উত্তর পশ্চিমস্থ হিন্দুস্থানীয় কোন ব্যক্তি ৪০ বৎসরের মধ্যে এস্‌রার্ যন্ত্রে একটী ময়ূরাস্য যোজনা করিয়া তায়ুশ নামে বিখ্যাত করিয়া থাকিবেন। পারস্য ভাষায় ময়ূরকে তায়ুশ বলে। কেহ কেহ বঙ্গদেশস্থ বিষ্ণুপুর অঞ্চলীয় সেবা-রাম নামক জনৈক শিল্পীকে প্রথম তায়ুশ নির্ম্মাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

সংখ্যা ২১।

অলাবু-সারঙ্গী।

অলাবু-সারঙ্গী সারঙ্গীর প্রকারভেদমাত্র। বিশেষের মধ্যে এই যে, সারঙ্গীর সমুদায় অবয়বটী দারুনির্ম্মিত, ইহার খর্পর হইতে প্রায় দণ্ড প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় পশ্চাদ্‌ভাগটী একটী অখণ্ড অলাবুদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কালে এই যন্ত্রের খর্পরটী কখন কখন নারিকেলের খোলের দ্বারা নির্ম্মিত হইত। অলাবু-সারঙ্গীর অঙ্গুলিস্থান ধ্বনিপট্টিক প্রভৃতি অপরাপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি কাষ্ঠের। ইহার প্রধান তন্ত্র, পার্শ্ব তন্ত্রিকা, সপ্তকের সংখ্যা, স্বরবন্ধন এবং প্রয়োজন প্রভৃতি সমুদায়ই সারঙ্গীর ন্যায়; কিন্তু ধারণ ও বাদন-

প্রণালীতে সারঙ্গী হইতে কিঞ্চিৎ বিশেষ লক্ষিত হয়। সারঙ্গীর ন্যায় যন্ত্রটী ক্রোড়ে দাঁড় করাইয়া না ধরিয়া ইহার পস্থির সন্নিকটস্থ খর্পরাংশ বামস্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক বাম হস্ত কিয়ৎ পরিমাণে কুঞ্চিত করিয়া উক্ত হস্তের তালু ও অঙ্গুলির সাহায্যে ধরিতে হয়; এবং বাদনকালে সারঙ্গীতে যেমন তন্তুর নীচে নীচে বামহস্তের নখরের ঘর্ষণে স্বর নির্গত হইয়া থাকে, ইহাতে তৎপরিবর্ত্তে তারের উপরে উপরে অঙ্গুলির টীপযোগে ইউরোপীয় বাহুলীনের রীতিতে স্বর সকল প্রদর্শিত করিতে হয়। ফলতঃ বাহুলীন এবং অলাবুসারঙ্গী এতদুভয়ই একজাতীয়, সেই জন্য কোন কোন ইউরোপীয় ইহাকে ভারতবর্ষীয় বাহুলীন বলিয়া থাকেন। যাহাই হউক অলাবু-সারঙ্গী অতি প্রাচীন বলিয়া এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ।

সংখ্যা ২২।

মীন-সারঙ্গী।

মীনসারঙ্গী এস্রারের রূপান্তরমাত্র। উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা এই যে, মীন-সারঙ্গীর ধ্বনিকোষ হইতে দণ্ড-প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় পশ্চাদ্ভাগটী একটী অখণ্ড দীর্ঘাকার অলাবুনির্ম্মিত। ইহার সারিকার সংখ্যা ও বিন্যাস, কীলক, তারের সংখ্যা ও যোজনা, পার্শ্বতন্ত্রিকার নিয়ম, স্বরবন্ধন, ধারণ, বাদন, অঙ্গুলিবিক্ষেপ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় এস্রারের অনুরূপ। যন্ত্রের খর্পরের মূলদেশে কাঠাদিনির্ম্মিত একটী মৎস্যের মুখ যোজিত থাকে বলিয়াই ইহাকে মীন-সারঙ্গী বলে।

সংখ্যা ২৩।

সুরসঙ্গ বা সুরসোঁ।

সুরসঙ্গ যন্ত্র দেখিতে এস্‌রারের ন্যায়। এস্‌রারের যে যে অঙ্গ যে যে উপাদানে নির্ম্মিত হয়, ইহারও তত্তৎ অবয়ব সেই সকল উপাদানেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার বাদনাদির নিয়মও অবিকল এস্‌রারের সদৃশ। কেবল এস্‌রারের ন্যায় পার্শ্বতন্ত্রিকাগুলি না থাকাতেই "সুরসঙ্গ" এই স্বতন্ত্র নামটী প্রথিত হইয়াছে, বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এই প্রকার যন্ত্রের বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। তত্রত্য সেবারাম দাস এই যন্ত্র প্রথম সৃজন করেন।

অধুনা যে সকল সভ্য ততযন্ত্রের সমধিক প্রচলন দেখা যায়, তৎসমুদায়ের সবিস্তার বিবরণ লেখা হইল, এতদ্ভিন্ন বহুতর যন্ত্রের নাম সংস্কৃতসঙ্গীত গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু সে সকল যন্ত্রের প্রচলন না থাকাতে এ স্থলে তাহাদের নামোল্লেখ করা গেল না, পরিশিষ্টে যথাস্থানে লিখিত হইবে।

গ্রাম্য ততযন্ত্র।

সংখ্যা ২৪।

সারিন্দা।

সারিন্দা কখন কখন সভাতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বস্তুগত্যা বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে ইহা গ্রাম্য ব্যতীত কখনই সভ্য যন্ত্রশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। সারিন্দার সমুদায় অঙ্গই কাষ্ঠনির্ম্মিত, ইহার ধ্বনিকোষ কিয়দ্ভাগ চর্ম্মাচ্ছাদিত এবং কতক অংশ শূন্য থাকে। এই যন্ত্রে অশ্বপুচ্ছের কেশ-নির্ম্মিত তিনটী তার তিনটী কীলকে নিম্নলিখিত স্বরে আবদ্ধ করা যায়। যথা—

	১	২	৩
তা			
মু	সা	সা	প
উ			
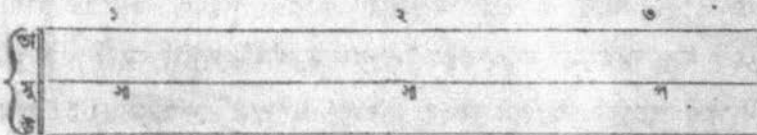
সারঙ্গী যন্ত্রটী সারিন্দার অনুকৃত অথবা সারিন্দা সারঙ্গীর অনুকৃত ইহা স্থির করা কিছু কঠিন। বস্তুসম্বন্ধীয় উন্নতির বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয় সারিন্দাই আদিম যন্ত্র, কাল সহকারে দেশীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত হইয়া সারঙ্গীর আকারে পরিণত হইয়া থাকিবে, কিন্তু ইহাতেও একটী বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয়; যেহেতু সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ সমূহে সারিন্দার নামোল্লেখ নাই, তবে সারঙ্গানামক

যন্ত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, বোধহয় সারন্ধারই নামাপ-ভ্রংশে সারিন্দা হইয়া থাকিবে। সারঙ্গীর নাম প্রায় সকল গ্রন্থেই লক্ষিত হয়। যাহা হউক উভয় যন্ত্রই অতি প্রাচীন।

সংখ্যা ২৫।

এক তন্ত্রিকা বা এক-তারা।

চর্ম্মাচ্ছাদিত একটী অলাবু খর্পরে একটী বংশদণ্ড যোজিত এবং সেই বংশ দণ্ডের উপরি ভাগে একটী মাত্র কীলক সংবদ্ধ করিলেই এক-তন্ত্রিকা বা এক-তারা যন্ত্র প্রস্তুত হয়। উক্ত কীলকে একগাছি লৌহতার সংযোজিত থাকে। বাদকগণ ঐ তারটী স্বীয় কণ্ঠের অনুসারী করিয়া আবদ্ধ করিয়া লয়। এই যন্ত্র বাদনে বাদকের কিছুমাত্র পারিপাট্য নাই, যন্ত্রটী দক্ষিণ স্কন্দে স্থাপনপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীদ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তুম্বুরু বীণার অনুকরণে বাজাইতে হয়। এক-তন্ত্রিকা যন্ত্রটী অতি প্রাচীন এবং এক তন্ত্র-বিশিষ্ট বলিয়াই এক-তন্ত্রিকা নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রায় এই যন্ত্রের প্রচলন দেখা যায়। বাউল, বৈরাগী প্রভৃতি ভিক্ষোপজীবী ব্যক্তিরাই প্রায় এই যন্ত্রের সাহায্যে গ্রাম্যগান করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায়দ্বারাই এ যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় না।

সংখ্যা ২৬।

আনন্দ-লহরী।
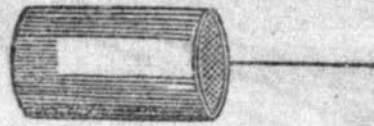
আনন্দলহরী গ্রাম্যযন্ত্র মধ্যে পরিগণিত। প্রায় অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত একটী শূন্যগর্ভ কাষ্ঠের খোল, একগাছি তন্তু এবং চর্ম্মাচ্ছাদিত একটী মৃণ্ময় বা কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত ভাণ্ড এই তিন প্রকার উপকরণে আনন্দলহরী যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। উল্লিখিত খোলটীর একমুখ অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ প্রশস্ত ও চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত থাকা আবশ্যক এবং সেই আচ্ছাদক চর্ম্মের ঠিক মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র করিয়া পূর্ব্ব কথিত তন্তুর এক প্রান্ত আবদ্ধ করিয়া অপর প্রান্ত উক্ত মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত ভাণ্ডের আচ্ছাদক চর্ম্মের মধ্যস্থিত ছিদ্রে সংলগ্ন করিতে হয়। যন্ত্রের কাষ্ঠ নির্ম্মিত খোলটী বাম কক্ষে দৃঢ়রূপে ধরিয়া ভাণ্ডটী বামহস্তে সবলে আকর্ষণ করত দক্ষিণ হস্তে ধৃত শলাকাদ্বারা তাঁতে আঘাত করিলে বাদন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে। বাম হস্তের আকর্ষণের ন্যূনাতিরেকেই স্বরের উচ্চ নীচতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই যন্ত্রটীও ভিক্ষুকেরা ব্যবহার করিয়া থাকে।

সংখ্যা ২৭।

গোপীযন্ত্র।
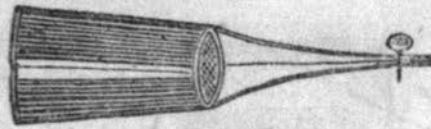
একটী সার্দ্ধহস্ত পরিমিত সগ্রন্থি সরু বংশদণ্ডের গ্রন্থিযুক্ত প্রান্তের ছয়, সাত অঙ্গুল অখণ্ডভাবে রাখিয়া অবশিষ্টাংশ চারি সমান ভাগে চিরিয়া তাহার দুই অংশ পরিত্যাগ করিলে যে দুই অংশ থাকে, তাহার প্রান্তে আনন্দলহরীর খোলের অনুরূপ একটী অলাবুনির্ম্মিত খোল আবদ্ধ করিয়া তাহাতে আনন্দলহরীর রীতিতে একটী লৌহের তার সংলগ্ন করত ঐ তারের অপর প্রান্ত উক্ত বংশদণ্ডের অবিকৃত ভাগে প্রোথিত একটী কীলকে সংবদ্ধ করিতে হয়। যন্ত্রদণ্ডের প্রায় মধ্যস্থল দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী পরিত্যাগে অবশিষ্ট সমুদায় অঙ্গুলির সাহায্যে ধরিয়া তর্জ্জনীদ্বারা তারটীতে আঘাত করিয়া ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। দণ্ডধারক অঙ্গুলি চতুষ্টয়ের আকুঞ্চন ও প্রসারণে ইহার স্বরের নীচতা ও উচ্চতা প্রকাশ পায়। এ যন্ত্রটীও বাউল প্রভৃতি ভিক্ষুকেরাই ব্যবহার করিয়া থাকে।

যে সকল ততযন্ত্রের বিষয় পূর্ব্বে বিবৃত হইল তাহাদের মধ্যে যে অনেকেই এই আসিয়া বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষ

হইতে উৎপন্ন হইয়া নানাদেশে নানাবিধ সংজ্ঞায় প্রচলিত হইয়াছে—অঙ্গভেদে বিবিধ বিলসিত প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে তাহা একপ্রকার প্রতিপন্ন হইল। তাহারা কোথাও অবিকল অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে, কোথায়ও বা আকারে কতক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কত যন্ত্রের আদিম প্রকৃতসংজ্ঞা দেশভেদে—ভাষাভেদে বর্ণগত বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ধরিতে গেলে—মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে জানিতে পারা যায় যে, সেই একই যন্ত্র কোন একদেশবিশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম বা আকার ধারণ করিয়াছে—তাহাদের বিলাস বিভ্রম বিভিন্ন হইয়াছে। কত যন্ত্র অধুনাতন প্রসিদ্ধতম যন্ত্রসকলের পত্তনভূমিস্বরূপ হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভিন্নদেশপ্রচলিত ভাষাসমূহের পরস্পর সাদৃশ্য সমালোচনা করিতে গিয়া এইরূপ কত সত্য আবিষ্কার করিতেছেন। অবশেষে এমন দিন আসিবে যে দিনে আমাদের এই বাক্য সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে যে, পশ্চিমে পারস্য বা মিডিয়া দেশান্তর্গত ইরাণ প্রদেশ, পূর্ব্বে মগধদেশ, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি এবং উত্তরে হিমাচল এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী বিস্তীর্ণভূভাগের অধিবাসীদিগের নিকট ইউরোপ অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় অধিকাংশ সঙ্গীতযন্ত্রের—বিশেষতঃ ততযন্ত্রের নিমিত্ত চিরকালের জন্য অধমর্ণ রহিয়াছে। আমাদের এই মত। আবার যদি ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে জানিতে পারি যে, প্রায় সমুদায় ইউরোপীয় সঙ্গীত-ইতিহাসলেখকগণও আমাদের এই মতের সম্পূর্ণ

অনুমোদন করেন—তাঁহারাও বলেন “আমাদের দেশে যে সকল প্রসিদ্ধতম সঙ্গীতযন্ত্র প্রচলিত আছে সে সমুদয়েরই আদিম স্থল পূর্ব্বাঞ্চল—সকলেরই মধ্যে কোনটী পূর্ব্বাঞ্চলীয় যন্ত্রসকলের অনুকৃতি, কোনটী বা তাহাদের আকারপরিবর্ত্তনসম্ভূত।” সুপ্রসিদ্ধ ফিটিসের (Fetis.) মতেও পূর্ব্বাঞ্চলই ইউরোপীয় সঙ্গীতদেবীর শৈশবদোলা। তিনি বলেন “এই পশ্চিমাঞ্চলে এমন কিছুই নাই যাহা পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আসে নাই”।*

যদিও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পূর্ব্বাঞ্চলকে যাবতীয় সঙ্গীতযন্ত্রের জন্মদেশ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, তথাপি কেহই এই পূর্ব্বাঞ্চলীয় কোন এক দেশবিশেষকে আদিম জন্মভূমি বলিয়া সম্মান প্রদান করিতে চান না। তাঁহাদের মতে সমুদয় যন্ত্রের জন্য ইউরোপ কি মুখ্যসম্বন্ধে বা কি গৌণসম্বন্ধে প্রধানতঃ মিসর, আরব, আসিরিয়া ও ভারতবর্ষ এই কয় দেশের নিকট বিশেষ ঋণী। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন্ দেশ যে প্রকৃত জন্মভূমি তাহা তাঁহারা স্থির করিতে পারেন নাই। সকলেরই এখানে মতভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। পুরাবিদ্‌গণ কালনির্ণয়ে হতাশ হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাহাদের জন্মকাল এত প্রাচীন যে ইতিহাসের অধিকারের বহির্ভূত—আর তাহার সেই বহির্ভাগ এক ঘন বিস্তীর্ণ যবনিকা দ্বারা অন্তরিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, কতকগুলি যন্ত্র মিসর দেশ হইতে, কতক গুলি

* Antoine stradivari &c on the Bow-instruments by M. Fetis Page 9.

আরবদেশ হইতে, কতকগুলি বা আসিরিয়া হইতে এবং অধিকাংশই ভারতবর্ষ হইতে অবিকল অবস্থায় বা রূপান্তরিত হইয়া আসিয়ার অন্যান্য দেশে ও ইউরোপে সমানীত হইয়াছে। সমুদয় ধনুস্ততযন্ত্রের ও অধিকাংশ অন্যান্যবিধ ততযন্ত্রের জন্মভূমি যে ভারতবর্ষ, তদ্বিষয়ে সকলেই এক অবিসম্বাদী মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মন্‌সিয়র সনিরাট (M. Sonnerat.) বলেন যে, "যাবতীয় ধনুস্ততযন্ত্র পুরাকালে কি আসিরীয়, কি হিব্রু, কি মিসরীয় ইহাদের মধ্যে কাহারও পরিচিত ছিল না। যদিও কোন কোন ইতিহাসলেখক বলিয়া গিয়াছেন যে হিব্রুদের ওরূপ কতকগুলি যন্ত্র ছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সকলেরই অঙ্গুলিত্রকে ধনুঃ বলিয়া ভ্রম ছিল। বস্তুতঃও ধনুস্ততযন্ত্র সকল ভারতেরই। রাবণাস্ত্র নামে হিন্দুদিগের যে একঅতি পুরাতন ধনুস্ততযন্ত্র আছে তাহা প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসর অতীত হইল লঙ্কাধিপতি রাবণ নির্ম্মাণ করিয়া স্বনামপ্রসিদ্ধ করেন। চীনের উর্‌-হীন, জাপানের কোকিউ, হিন্দুদের সারঙ্গী ও সারিন্দা এবং আরব ও পারস্যের কেমান্‌গে ও রবাব এ সকলই সেই একই যন্ত্রের প্রতিরূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরূপ প্রতিরূপ যন্ত্র যে আসিরিয়া ও হিব্রু প্রভৃতি দেশেও অবশেষে উৎপন্ন হইতে পারে তাহা কতক সম্ভবপর।"* এফ্ জে, ফিটিস্ তাঁহার রেজুমি ফিলসোফিকুই দে লা হিষ্টোরিই দে লা মিউসিকুই (Resume philosophique de la histoire de la musique) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন

* Voyage aux Indes Orientales, by M. Sonnerat Paris, 1806, Vol I p. 182.

যে যাবতীয় ধনুস্তত্যন্ত্র ইউরোপ হইতে প্রথমে উৎপন্ন হইয়া আসিয়ার অন্যান্য দেশে নীত হইয়াছে। তিনি বলেন ধনুস্তত-যন্ত্র প্রথমতঃ ইটালী হইতে উৎপন্ন হইয়া গ্রীসে ও তথা হইতে আসিয়ামাইনরে এবং অবশেষে পারস্য ও আরব দেশে কেমান্‌-গো এরাউসি নামে প্রচলিত হয়। কিন্তু আবার ইউরোপীয় ধর্ম্মার্থযুদ্ধযাত্রীগণ যখন জেরুজেলম হইতে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন তখন তাঁহাদের সঙ্গে সেই যন্ত্রকে আবার স্বদেশে লইয়া যান। কিন্তু ভারতবর্ষীয় রাবণাস্ত্রই উপরিউক্ত যাবতীয় যন্ত্রের মূল তাহা তিনিই আবার তাঁহার তৎপরকৃত গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন "যে সময়ে আমি ওরূপ লিখিয়াছিলাম তখন আমি পূর্ব্বাঞ্চলীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম, ক্রমাগত অনুসন্ধানের পর অবশেষে এই সত্যটী জানিতে পারিয়াছি যে, পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আসে নাই এমন কিছুই এই পশ্চিমাঞ্চলে নাই। এখন আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যে ভারতবর্ষ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নভাষার (সংস্কৃত ভাষার), উচ্চ সোপানাধিরূঢ় সভ্যতার, মানবমনের বিবিধচিন্তা ও ভাবপরম্পরার প্রকাশক দর্শনশাস্ত্রের, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর কবিত্বের এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগের প্রধানতম আমোদপ্রদ সঙ্গীতের প্রাচীনতম চিহ্ন সমূহ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি, সেই ভারতবর্ষ যাবতীয় ধনুস্ততযন্ত্রের আদি জন্মস্থান এবং তথা হইতে আসিয়ার অন্যান্য স্থলে সেই সকল যন্ত্র পরিচিত হইয়াছে। অনেক যন্ত্র আছে দেখিলে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে অনু-

মাত্রও সন্দেহ নাই। যদি কোন ধনুস্তত যন্ত্রকে আদিম অবস্থায় দেখিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তাহার প্রাচীন সরল ভাবের অনুসন্ধান করিতে যাই, শিল্পনৈপুণ্য যাহার সম্পূর্ণতা সম্পাদনে প্রদর্শিত হয় নাই সেইরূপ যন্ত্রই গ্রহণ করি। ভারতবর্ষীয় রাবণাস্ত্র প্রভৃতি দৃষ্টি কর।" *

অত দূর যাইবারই বা আবশ্যকতা কি? যে একতন্ত্রী বীণাকে যাবতীয় ইউরোপীয়পণ্ডিতগণ সমুদয় তন্তযন্ত্রের আদি বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তাহা এই ভারতবর্ষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সেই একতন্ত্রী বীণা ভারতীয় প্রসিদ্ধ পিণাকযন্ত্র। ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ ইহাকে দেবদেবমহাদেবকর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও তাঁহারই নিতান্ত প্রিয়বস্তু বলিয়া থাকেন।†

" * Hindoostan, the country whence we derive the most ancient monuments of a well-developed language, of an advanced civilization, of a philosophy in which all varieties of human thought have their expression, of a poetry eminently rich in all its branches, and of a music in which the extreme sensiblity of the natives finds expression—Hindoostan has, it appears, been the birthplace of the instruments played with the bow, and has made them known to other parts of Asia. This does not admit of a moment's doubt, as the instruments are actually in existence, bearing unmistakeable marks of their Indian origin. If we wish to find the instrument played with a bow in its original state, we must take it in its simplest form, where no art has been employed to render it more perfect. Thus we find it in the *ravanastron*, formed of a cylinder of sycamore wood, partly hollowed."

Translated from Antoine Stradiveri, *précédé* de Recherches historiques et crotiques sur L'Origine et les Transformations des Instruments á Archet of M. Fetis

†এই যন্ত্র দেখিতে ধনুকের ন্যায়। একটী স্থিতিস্থাপকগুণোপেত যষ্টি, তাহার দুই সীমা একটী তন্তু দ্বারা অবনত ভাবে আবদ্ধ। ধনুকের ন্যায় ইহার আকার বলিয়া মহাদেব যুদ্ধকালেও ইহার ব্যবহার করিতেন। কি যুদ্ধকালে কি ক্রীড়ার সময়ে কি অন্য কোন সময়ে মহাদেব সকল সময়েই ইহাকে ব্যবহার করিতেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম পিণাকপাণি।

যাহা হউক, সমুদয় ততযন্ত্রই যে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যাঁহারা ধনুর্যন্ত্র সকল ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন না হইয়া পূর্ব্বাঞ্চলের অন্যান্য দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলেন তাঁহাদের মত যে ভ্রান্তি-সঙ্কুল তাহা অনেকেই দেখাইয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ফিটিস্ বলেন "ভারতবর্ষই যাবতীয় ধনুর্যন্ত্রের জন্মস্থান—ভারতবর্ষ হইতেই প্রথমে আসিয়ার অন্যান্য দেশে নীত হইয়াছে। আমি যখন রাবণ ও অমৃতি এই দুই হিন্দুযন্ত্রের সঙ্গে আরবীয় কেমান্-গে আগুজের সহিত তুলনা করি, তখন শেষোক্ত যন্ত্রকে পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের অনুকৃতিমাত্র না বলিয়া থাকিতে পারি না।"

একই যন্ত্র যে কোন এক দেশ বিশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন দেশে নামভেদে প্রচলিত হইয়াছে তাহা অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহা যুক্তিরও অননুমোদিত নহে। ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতেছেন। যে যন্ত্র ইংলণ্ডে 'পাইপ্', সেই যন্ত্রই জর্ম্মণির 'ফিফে', ফ্রান্সের 'পিপিউ', গল দেশের 'পিওব', ওয়েল্সের 'পিব্', সুইডেনের 'পিপা' এবং, ডেন্মার্কের 'পিজ্প' তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতে পারে। যে যন্ত্র ইংলণ্ডের 'হার্প' তাহাই জর্ম্মণির 'হার্ফে', ফিন্লণ্ডের 'হার্পু', আইস্লণ্ডের 'হর্পা', হঙ্গেরীর 'হার্কা', ফ্রান্সের 'হার্পে', স্পেনের 'আর্পা', আংলো স্যাক্সনদের 'হ্যার্পে' বা য়্যার্পে। যে 'এল্ উদ্' যন্ত্র আরবের, সেইই স্পেনের 'লদ্', সুইডেনের 'লুতা', ডেন্মার্কের 'ল্যুৎ', জর্ম্মণির 'লতে',

ইটালীর 'ল্যতো', ফ্রান্সের 'লুৎ', এবং ইংলণ্ডের 'লিউট'।

আবার, যে যন্ত্র পূর্ব্বাঞ্চল হইতে মূরজাতি কর্ত্তৃক প্রথমে স্পেনে নীত হইয়া 'গিটার' নামে অভিহিত হইয়াছিল সেই যন্ত্রই পরে জর্ম্মণির পার্ব্বতীয় প্রদেশবাসীদিগের 'জিতার', নিউবিয়ার 'কিসার', পুরাতন গ্রীসের 'কিতারা' হয়; এবং মূলে সে যে পারস্য ও ভারতের 'সেতার' তাহা এখন সকলই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। ভাষাতত্ত্ববিদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা গ্রীমের নিয়ম (Gremian Law.) অনুসারে বলিবেন—স ক গ জ ইত্যাদি শব্দ এক পরিবারের ও পরস্পর পরিবর্ত্তসহ।

যাহা হউক, পূর্ব্বাঞ্চল প্রচলিত যন্ত্রদিগের সহিত পশ্চিমাঞ্চলীয় যন্ত্রসমূহের অনেক নামসাদৃশ্য আছে। কখন না কখন এমন সময় অবশ্যই আসিবে যখন ইহাদের আদিভূমি নির্ণীত হইতে পারিবে।

শুষির যন্ত্র।

এই সকল যন্ত্র ছিদ্রযুক্ত। এই জন্য ইহাদিগকে শুষির* যন্ত্র বলে। ইহারা ফুৎকারসহকারে বাদিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে গুলি সচরাচর অপেক্ষাকৃত অধিক প্রচলিত তাহাদের বিষয়ই বিবৃত হইবে। এই সকল যন্ত্র প্রথমতঃ দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ;—একনল ও দ্বিনল। তাহারা আবার চারি প্রধান জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে—বংশী-জাতি, কাহল-জাতি, শৃঙ্গ-জাতি ও শঙ্খ-জাতি। বংশী-জাতির মধ্যে মুরলী, সরলবংশী বা লয়-বংশী, ও বেণু ইত্যাদি। কাহল-জাতির মধ্যে রোশনচৌকি, কলম ও সানাই ইত্যাদি। শৃঙ্গজাতির মধ্যে শৃঙ্গ, রণশৃঙ্গ ও তুরি ইত্যাদি। শঙ্খজাতির মধ্যে শঙ্খ, গোমুখ ইত্যাদি। এই সমুদায় একনলযন্ত্র গেল। দ্বিনল-যন্ত্রের মধ্যে কেবল তুব্‌ড়িই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পারস্যনামে পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের এক একটী সংস্কৃত নামও আছে তাহা প্রত্যেকের বিবরণ স্থানে উল্লিখিত হইবে। সুবিধার জন্য তাহারা যে নামে সাধারণতঃ পরিচিত সেই সকল নামেই ব্যবহার করা গেল।

* "শুষিরং বিবরং" বিলং আর, "গর্ত্তোঽবটো ভুবি শ্বভ্রে সরন্ধ্রে শুষিরং ত্রিষু" এই অমরকোষধৃত বচনদ্বয়ানুসারে সরন্ধ্র যন্ত্রকে শুষির বলে।

এই সকল যন্ত্রের মধ্যে শঙ্খ ও শৃঙ্গ অতি প্রাচীন—যাবতীয় ফুৎকারযন্ত্রের আদি। যাহাদিগকে শিল্পকৌশলদ্বারা সম্বদ্ধ করা যায় তাহারাই যন্ত্র*। সুতরাং ইহারা প্রকৃতপক্ষে যন্ত্র এই আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহারা উভয়েই প্রকৃতি-প্রসূতপদার্থ—সভ্যতার অনুন্নতির সময়েই প্রথম ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। এই সমুদায় যন্ত্রই তত যন্ত্রের ন্যায় বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে;—তন্মধ্যে কতক গুলি সভ্য, কতক গুলি বাহির্ব্বারিক, কতক গুলি সামরিক, কতক গুলি গ্রাম্য, কতক গুলি বা মাঙ্গল্য। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেক গুলি দুই বা তিন শ্রেণীভুক্তও হইয়া থাকে। নিম্নে তাহাদের মধ্যে কতকগুলির একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

সভ্য	বাহির্ব্বারিক	সামরিক	গ্রাম্য	মাঙ্গল্য
মুরলী	রোশনচৌকি	তুরি	গোমুখ	শঙ্খ
বুক্কা	সানাই	রণশৃঙ্গ	শঙ্খ	গোমুখ
	কলম	শৃঙ্গ	তুবড়ি	রাম-শৃঙ্গ
সরলবংশী†	সরল বংশী		বেণু	

---

* 'যম' ধাতুর উত্তর 'ত্র' প্রত্যয়ে "যন্ত্র" এই পদ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ যাহাকে সম্বদ্ধ করা যায়।

† সরলবংশী, সভ্য ও বাহির্ব্বারিক এবং শঙ্খ, গ্রাম্য ও মাঙ্গল্য উভয়বিধই হইতে পারে।

বংশী-জাতি।

সামান্যতঃ ধরিতে গেলে সমুদায় ফুৎকার যন্ত্রেরই সাধারণ সংজ্ঞা বংশী। কারণ অতি পূর্ব্বকালে প্রথমে সচ্ছিদ্র কোন ফুৎকার যন্ত্র প্রস্তুত হইবার সময় বংশেরই হইয়াছিল, পরে অন্যান্য উপাদানে ও ইহার নির্ম্মাণবিধি সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে এবং বাজাইবার রীতিবৈচিত্র্য, এবং উপাদানের ও ছিদ্রসংখ্যার বিভিন্নতানুসারে নানাপ্রকার আকার ও নাম হইয়াছে। যেমন তৈল, তিলোৎপন্ন স্নেহ দ্রব্যই প্রকৃত তৈল, কিন্তু অধুনা এরণ্ড সর্ষপাদি জাতদ্রব পদার্থও তৈলশব্দে আখ্যাত হইয়া থাকে। যে বংশী শ্রীকৃষ্ণ ব্যবহার করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে, তাহাকে মুরলী বলা যায়। গ্রীসের অভেনা, রোমের ফিশ্চলা, মিসরের সিবি এবং অধুনাতন ইংরাজী ফ্লুট, ও জর্ম্মণিদেশীয় এলিমেণ্ডি, ইহাদের সঙ্গে তাহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। যাহা সরলভাবে বাদিত হইয়া থাকে পারস্যভাষায় তাহাকে আল্‌গোজা, বঙ্গভাষায় সরলবংশী, সংস্কৃতভাষায় বুক্কা, ইংরাজী ভাষায় ফ্লাজিউলেট্ এবং লাটীন ভাষায় ফিশ্চুলামিনিমা বলে। সমুদয় বংশীই নলাকার, বর্ত্তুল, সরল এবং পর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত। ইহারা—যদিও প্রথমে বংশের হইত, কিন্তু পরে খদির রক্তচন্দন প্রভৃতি কাষ্ঠের, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ প্রভৃতি ধাতুর হইয়া আসিতেছে; সময়ে সময়ে হস্তিদন্তের ও স্ফটিকেরও হইয়া

থাকে, ইহারা শূন্যগর্ভ। ইহাদের দুই সীমা, শিরোদেশ ও অধোদেশ, শিরোদেশ প্রায় বদ্ধ এবং অধোদেশ মুক্ত থাকে। ইহারা দৈর্ঘ্যে আট নয় অঙ্গুলি হইতে একহাত ও ততোধিকও হইতে পারে। যে বংশী মুরলী-পদ-বাচ্য তাহার বিষয় প্রথমে বিবৃত হইতেছে।

মুরলী।

ইহা নলাকার, বর্ত্তুল ও সরল। ইহার দৈর্ঘ্য নানাপ্রকার হয়, কিন্তু সচরাচর একহস্ত পরিমিতই দেখিতে পাওয়া যায়। শিরোভাগের তিন অঙ্গুলি পরিমিত নিম্নদেশে একটী ছিদ্র থাকে তাহার নাম ফুৎকার রন্ধ্র, ঐ রন্ধ্রের প্রায় চারি অঙ্গুলি (কখন কখন তাহারও) নিম্নে ছয়টী ছিদ্র থাকে, ইহাদিগের সাধারণ নাম তাররন্ধ্র। পূর্ব্বে ফ্লুটের ন্যায় ইহার দুই পার্শ্বে বন্ধন (Key) থাকিত, কিন্তু এখন তাহার আর বড় ব্যবহার নাই, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমায় যেরূপে মুরলী দেওয়া যায় সেই রূপে—ইহা তির্য্যগ্‌ভাবে দুই হস্ত দ্বারাই ধৃত হইয়া থাকে। প্রথম শিক্ষার্থীদিগের সরলভাবে দাঁড়াইয়া মস্তক উন্নত, বাম স্কন্ধের দিকে ঈষৎ অবনামিত করিয়া ও কোমলভাবে রাখিয়া বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ করত অভ্যাস আরম্ভ করার বিধি দেখা যায়। মুরলী উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যভাগে টিপ্ দিয়া ধরিয়া বাম হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটী অঙ্গুলি মুরলীর শিরোদেশ ভাগের তিনটী ছিদ্রের মুখে এবং দক্ষিণ হস্তের ঐ তিনটী অঙ্গুলি

নিম্নস্থ তিনটী ছিদ্রের উপর বাজাইবার সময় প্রয়োজনানুসারে বিনিযোজিত করিতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আয়ত্তানুসারে ধরিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে ইহা বাজান যায়। ফুৎকার রন্ধ্রকে একটু গালের দিকে হেলাইয়া তাহার উপর অধরকে স্থির ও দৃঢ়ভাবে রাখিয়া অধর ও ওষ্ঠকে একত্র চাপিয়া উভয়ের মধ্যে ফুৎকার নির্গমনের নিমিত্ত একটু স্বল্প পরিসর ছিদ্র রাখিতে হয়। অধর একটু মুখের দিকে থাকিবে এবং ফুৎকার রন্ধ্রের অর্দ্ধেক ভাগ মুদিত রাখিবে; ওষ্ঠ একটু বাহিরে আসিবে এবং উক্ত রন্ধ্রের অনাবৃতভাগকে আবরণ করিয়া থাকিবে। এরূপে যখন ফুৎকার বাহির হয় তখন প্রায় সমুদয় ফুৎকারই রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। ফুৎকার আরম্ভ করিলে, তাহার প্রয়োগকালীন বলের ন্যূনাধিক্য বশতঃ স্বরেরও উচ্চতা ও নীচতা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে যেমন মুরলী, ইউরোপে সেই রূপ ফ্লুট (Flute)* এ উভয়েই অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত

* Flute, a wind instrument of considerable celebrity; as it was known in the earliest ages, even the remote ones of fable, we cannot give any precise account either of its origin or the period of its invention.

Several species of flutes have been named from their forms, or from the materials of which they were composed; thus, the *avena* was merely an oaten straw; the *calamus*, hollow reeds of different lengths united together. These simple instruments preceded the invention of those bores or holes, by means of which, a pipe gives several sounds. The *tibia* was a flute originally formed from a bone so called, in the leg of an animal: in fact, wind instruments in general were, for a long time, composed of materials hollowed by nature; but when the art of forming artificial tubes was discovered, the process was adop-

হইয়া আসিতেছে। উভয়েরই প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনার্থ উভয় দেশেই এতৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ আছে। ভারতের মুরলী শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়তম ছিল এবং তিনিই ইহার নির্ম্মাতা।

ted for flutes, and they were made of box, laurel, ivory, copper, silver and even of gold.

From expressions annexed to the titles of some of Terence's comedies, we learn that they were represented to the sounds of flutes, and that these flutes were *pares*, *impares*, *dextræ*, and *sinistræ* ; equal and unequal, right and left.

The *andria* was accompanied with equal flutes, right and left, " *tibiis paribus, dextris et sinistris* ; " the *eunuchus* with two flutes, the one right, and the other left, " *tibiis duabus, dextra et sinsitra* ; " the *heautoutimorumenos*, or the self-tormentor, first with unequal flutes, afterwards with two right, " *primum tibiis imparibus, deinde duabus dextris* ; " the *adelphi*, with Tyrian flutes, " *tibiis sarranis* ; " the *phormio* with equal flutes, and the *hecyra* with unequal flutes.

The performer played always upon two flutes at the same time, and placed round his mouth, a species of bandage tied behind the head, in order that the cheeks might not protrude, and for the better management of the breath. The right flute was held by the right, and the left flute by the left hand ; the right flute had only two bores and produced low sounds ; the left had several bores, and produced higher sounds. When the musicians performed upon these two flutes of different sounds, it was said the piece was performed " *tibiis imparibus*," or "*tibiis dextris et sinistris*." When they performed upon the two flutes of the same sound, it was said, that the piece was performed " *tibiis paribus dextris*," that is to say, if upon those of grave sounds, or " *tibiis paribus sinistris*, " if upon high sounding flutes.

Since the invention of the flute, it has undergone a number of changes, both in form and name ; some are curved, some are long, others short, small, middle sized, simple, double, right and left, equal and unequal. Lastly, these same flutes have been differently named, in various countries ; for example, the curved flute of Phrygia, was the same as the *tityrion* of Greece and Italy, or the *photion* of the Egyptians, called the *monaule*.

Flutes have a compass of nineteen distonic intervals, viz : from D, first space below the treble clef, to A-sharp (or B-flat,) the octave above the first leger line, including every chromatic interval ; but, generally, only to the second octave above the second line, treble clef.

Encyclopœdia By J. F. Danneley.

ইউরোপের ফ্লুট্ পূর্ব্বতন রোমের ফিশ্চুলা (Fistula) এবং গ্রীসের আবলুস্ মিনর্ভাদেবীর অতি প্রিয়তম ও তাঁহার দ্বারাই নির্ম্মিত, এইরূপ কথিত আছে। পূর্ব্বকালে ফ্লুট্ সৃষ্ট হইবার পরেই প্রথমতঃ ইতর জনেরাই ইহাকে ব্যবহার করিত এবং সেই জন্য ইহা তত আদরণীয় ছিল না; কিন্তু যখন গ্রীসীয় লোকেরা পারস্যাদি দেশ জয় করে, সেই অবধি তথায় সঙ্গীতের সবিশেষ আলোচনার আরম্ভ হয়, সেই সময়ে ফ্লুটের এত অধিক আদর হয়, এমন কি, তখন যিনি এই যন্ত্র বাজাইতে না জানিতেন, তিনি ভদ্রপদবাচ্যই হইতেন না। প্লুটার্ক (Plutarch) বলেন, বিখ্যাত গ্রীসীয় রাজা পেরিক্লিশ ইহার সমধিক উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তিনিই ইহাকে গ্রীসীয় আম্ফিথিয়টরে প্রথম সন্নিবেশিত করেন। আমাদের পূর্ব্বাঞ্চলে বিশেষতঃ আসিরিয়া ও মিসরে মুরলীর ন্যায় যন্ত্র অতি পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল। অবয়বে কোন পার্থক্যই লক্ষিত হয় না। কথিত আছে সুসার (Susa) প্রসিদ্ধ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একখানি মৃণ্ময় প্রতিমা আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে একরূপ যন্ত্র ছিল, তাহার আকার অবিকল মুরলীর ন্যায়। কোন্ সময়ে এবং কি ঘটনায় যে সেরূপ যন্ত্র সেখানে পাওয়া গেল, তাহা বলা যায় না। প্রতিমা খানি আসিরিয়া দেশেরই। এস্থলে এটী অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সমুদয় ফুৎকার যন্ত্রের আদি যন্ত্র শঙ্খ।

সঙ্গীত ইতিহাসলেখক প্রসিদ্ধ চার্লস্ বর্নি (Charles Burney) অধুনাতন মতের সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া গিয়াছেন।*

* " The Tibia was originally a Flute made of the shank or shin bone of an

সরল-বংশী।

ইহাকে পারস্যভাষায় আল্‌গোজা এবং ইংরাজীভাষায় ফ্ল্যাজিউলেট্ (Flageolet) বলে। এরূপ বংশীকে সরলভাবে ধরা হয় বলিয়া ইহার নাম সরল-বংশী হইয়াছে। মুরলীর ন্যায় ইহাতেও সাতটী তাররন্ধ্র ও ফুৎকার রন্ধ্র স্থলে একটী বায়ুরন্ধ্র থাকে। সেখান হইতে বায়ু নির্গত হয়। ফুৎকাররন্ধ্রে ফুৎকার দেওয়া হয় না; শিরোদেশ আমুক্ত থাকে, সেখানেই ফুৎকার দিলে বায়ুরন্ধ্র মুক্ত রাখিয়া আবশ্যকমত তাররন্ধ্র সকলে অঙ্গুলি নিক্ষেপ দ্বারা বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু ধরিবার রীতি মুরলী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথমতঃ ইহাকে সরল ভাবে ধরিতে হয় এবং উপরিস্থিত চারিটী ছিদ্রে দক্ষিণ হস্তের চারি অঙ্গুলি এবং নিম্নস্থ তিনটী ছিদ্রে বাম হস্তের তিনটী অঙ্গুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে এই মাত্র প্রভেদ, অন্যান্য সর্ব্ব বিষয়ে এই সরল-বংশী প্রায় মুরলীর ন্যায়।

নয়বংশী।

এই যন্ত্র সচরাচর বংশেরই হইয়া থাকে—অবয়বে পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের সমান। লোকে ইহাকেও প্রায় সরলভাবে ধরিয়া বাজায়,

animal; and it seems as if the wind instruments of the ancients have been long made of such materials as nature had hollowed, before the art of *boring* Flutes was discovered."

Charles Burney's History of music Vol I. 487. P.

তবে বিশেষ এই যে, ইহাকে মুখের এক কোণে একটু বক্র ভাবে ধরে। ইহার দুই মুখ অনাবদ্ধ থাকে এবং সরলবংশীতে যে একটী বায়ু নির্গমনরন্ধ্র থাকে, তাহা ইহাতে থাকে না। অন্যান্য সকল বিষয়ে ইহা সরলবংশীর ন্যায়।

কাহলজাতি।

এই সকল যন্ত্রকে শর বা তৃণাধ্বজ দিয়া বাজাইতে হয়। এরূপ যন্ত্র, কি পূর্ব্বাঞ্চল, কি পশ্চিমাঞ্চল, উভয়ত্রই বিভিন্ন নামে প্রচলিত আছে। এতদ্দেশীয় কলম, রোশনচৌকি, সানাই এবং ইংরাজী ক্লারিঅনেট্, ওবএ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

কলম।

ইহার আকার লিখিবার কলমের ন্যায়, সেই জন্য ইহার নাম কলম। এই যন্ত্র এইরূপ নামে অনেক দেশে প্রচলিত আছে। ইহাই সংস্কৃতে কলম এবং পারস্য, আফগানস্তান, তুর্কী, তাতার প্রভৃতি দেশেও কলম এবং গ্রীসের কলমস্ (Calamus)। সেই জন্য বোধ হয় যে ইহা ভারতবর্ষীয় যন্ত্র হইবে। ইহার এক মুখ কলমের ন্যায় কর্ত্তিত এবং অপর মুখ অন্যান্য বংশীর ন্যায় অনাবদ্ধ থাকে। ইহার দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহার তাররন্ধ্র সংখ্যা অন্যান্য বংশীর ন্যায় সাতটী থাকে, ইহা সরল ভাবে বাজান যায়। কিন্তু অন্যান্য যন্ত্র যেমন ফুৎকার রন্ধ্রে ফুৎকার দিলেই বাজে, ইহা সেরূপ নহে। মস্তকের দিকে অর্থাৎ যেখানে বাজায়, সেখানে দেশী

সানাইএর মত একটী ক্ষুদ্র নল বসান থাকে এবং বাজাইবার পূর্ব্বে তাহাকে একটু থু থু দিয়া ভিজাইয়া লইতে হয়।

রৌশনচৌকি।

ইহা আমাদের দেশে ও পারস্যে সমধিক প্রচলিত। দেখিতে অনেকটা ইংরাজী ওবাইএর (Hautboys) মত। কলমের ন্যায় ইহার মুখে একটী নল দিয়া ইহাকে বাজান যায়। ইহার আকার—উপরিভাগ কাষ্ঠের এবং নিম্নদেশ পিত্তলাদি কোন ধাতুনির্ম্মিত এবং ধুস্তূরপুষ্পাকার। কখন কখন সমুদায় অবয়বটীও শুদ্ধ কাষ্ঠের হয়। দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ এক হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে। লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি দেশে ইহা অপেক্ষা অনেক বড় যন্ত্রের ব্যবহার আছে, তাহার স্বরও অপেক্ষাকৃত নিম্নতর। আমাদের দেশে নববাদ বা নৌবতে যে রৌশনচৌকি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার স্বর তীব্র অর্থাৎ সাধারণ যন্ত্র অপেক্ষা তিন চারি স্বর ঊর্দ্ধে থাকে। পূর্ব্বতন মুসল্মানদিগের রাজত্বকালে রাজাদিগের উৎসব ও মাঙ্গল্যজনক কার্য্য উপলক্ষে ইহার ব্যবহার সমধিক ছিল। অদ্যাপিও ইহা মুসল্মান ও হিন্দুদিগের মধ্যে উক্তবিধ কার্য্য উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সানাই।

এই যন্ত্র কি অবয়বে কি বাদনপ্রণালী উভয় বিষয়েই অবিকল পূর্ব্বকথিত যন্ত্রের ন্যায়। এই উভয় যন্ত্রের স্বরগত

যে বৈলক্ষণ্য আছে তাহাই ইহাদের ভেদনির্দর্শক। এই যন্ত্র মুসল্‌মান সম্রাট্ আক্‌বর শাহার অতি প্রিয় ছিল। তিনি সর্ব্বদাই নৌবতের মিলনে ইহার বাদন শুনিতে ভাল বাসিতেন। ইহার পারস্য নাম সির্ণা।

বেণু।

ইহা আমাদের দেশে বেণু অর্থাৎ বংশদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে, সেই জন্য ইহারও নাম বেণু হইয়াছে। ইহা মিসরীয় নে * ইংরাজেরা যাহাকে (Dervish) দার্ব্বি ফ্লুট্। (অর্থাৎ তদ্দেশীয় ফকিরদিগের বংশী বলিয়া ব্যবহার করেন।) ইহা মিসরের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে জিকার নামক নৃত্যের সহিত ফকিরেরা ব্যবহার করিত। ইহার দৈর্ঘ্য বংশীজাতীয় অন্যান্য সমুদয় যন্ত্র অপেক্ষা অধিক। এই যন্ত্রের সম্মুখদেশে ছয়টী এবং পশ্চাদ্দেশে একটী মাত্র ছিদ্র থাকে। ইহার বাদনপ্রণালী এজাতীয় অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা স্বতন্ত্র। মুখ বক্র করিয়া যন্ত্রটীও বক্র ভাবে ধরিয়া অল্প অল্প ফুৎকার ত্যাগ করত এই যন্ত্রের বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। সেই ফুৎকার দিবার সময় যে বল প্রয়োগ করা যায়, তাহার তারতম্যানুসারে নানাবিধ স্বর বহির্গত হয়। ভাল সুশিক্ষিত বাদকের

---

* The most common nay of the modern Egyptians, Known as the "Dervish flute"—because it is played by the Dervishes to accompany the songs at their religious dances, called zikrs &c.

An account of the Manners & Customs of the Modern Egyptians
by
Edward William Lane.

হস্তে এই যন্ত্র হইতে অতি সুন্দর ও সুশ্রাব্য স্বর উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ইহাকে বাজাইতে হইলে অনেক দিন ধরিয়া অভ্যাস না করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না।

শৃঙ্গজাতি।

এই সকল যন্ত্র মহিষ, মেষ, গো প্রভৃতি দীর্ঘ-শৃঙ্গধারী জন্তু সকলের শৃঙ্গকোষ দিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জাতীয় যন্ত্র সকলের আদি শৃঙ্গ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে শঙ্খ ও শৃঙ্গ এই বিবিধ যন্ত্রই প্রকৃতিসম্ভূত এবং সমুদয় ফুৎকার যন্ত্রের আদি। এই শৃঙ্গ যে শুদ্ধ ভারতের কি এই পূর্ব্বাঞ্চলস্থ সমুদয় দেশেরই এমন নহে, যাবতীয় পশ্চিমাঞ্চলস্থ দেশে হরণ্ (Horn) প্রভৃতি বিবিধ নামে প্রচলিত আছে—ইহাই ভারতের শৃঙ্গ, পারস্যের কারণে, হিব্রুর কেরেণ্, গ্রীসের কেরাস্, রোমের কর্ণু (Cornu) ফ্রান্সের কর্ (Cor) জর্ম্মণির হরণ্, ওয়েল্সের করণ্, হঙ্গেরীর কুর্ত্ত (Kurt) এবং ইংলণ্ডের হরণ্। এই শৃঙ্গ আমাদের দেশে যে কত পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা বলা যায় না। কথিত আছে, দেবাদিদেব মহাদেব ইহা ব্যবহার করিতেন। এ সকল যন্ত্রের মস্তকের দিক সূচিবৎ এবং অধোভাগ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর, আকার বঙ্কিম। শিরোদেশে একটী কৃত্রিম ছিদ্র করা হয়, তাহাই ফুৎকাররন্ধ্রের কার্য্য করে।

রণশৃঙ্গ।

সকল দেশেই রণস্থলে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত বা তাহাদিগকে আহ্বান বা কোন ইঙ্গিত করিবার নিমিত্ত এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম রণশৃঙ্গ। যদিও উক্ত উপলক্ষে সকল দেশেই ইহার প্রচলন আছে, তথাপি পূর্ব্বে আমাদের দেশে ও গ্রীসে ইহার অত্যন্ত সমাদর ছিল। অধুনা ইংরাজদের নিকট ব্যুগল্ দ্বারা যাহা হইতেছে, পূর্ব্বে ইহা দ্বারাই সে কার্য্য সম্পাদিত হইত। শৃঙ্গ জাতীয় অন্যান্য সমুদয় যন্ত্র অপেক্ষা ইহার আকার বৃহত্তম। ইহা সচরাচর পিত্তলের বা তাম্রের হইয়া থাকে। ফুৎকারের ইতরবিশেষে ইহাতে স্বরের তীব্রতা বা কোমলতা সম্পাদিত হয়।

রামশৃঙ্গ।

ইহা মাঙ্গল্যকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের ন্যায়, কিন্তু আকারে ও স্বরে পরস্পর অনেক অন্তর। রণশৃঙ্গ অপেক্ষা ইহার ব্যাস বড় এবং যদিও উভয়ের স্বর তীক্ষ্ণ, তথাপি রণশৃঙ্গের স্বর সূক্ষ্ম আর ইহার স্বর স্থূল। বাদনপ্রণালীতে উভয়েই একরূপ।

তুরী।

ইহা ইংরাজী ট্রম্পেট্ (Trumpet) যন্ত্রের অনুরূপ, শৃঙ্গজাতীয় অন্যান্য যন্ত্র হইতে ইহার বৈলক্ষণ্য এই যে, ইহা

সরল। ইহাও পিত্তল-নির্ম্মিত; রণশৃঙ্গের ন্যায় ইহাও রণস্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা দ্বারা আহ্বান করে না। ইহার দৈর্ঘ্য ও ব্যাস রণশৃঙ্গ অপেক্ষা অল্প। ইহা আমাদের নববাদ বা নৌবতে বাদিত হয়। বাদন-প্রণালী রণশৃঙ্গের ন্যায়।

ভেরী।

ইহাকে সচরাচর "ভড়ঙ" বলে। ইহা দূরবীক্ষণ যন্ত্রাকার ও তাহারই ন্যায় একটী নলের ভিতর আর একটী এইরূপ স্তবকে স্তবকে থাকে, বাজাইবার সময় এক একটী করিয়া বাহির করিয়া লয়; ইহা পূর্ব্বে যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এখন কেবল নৌবতে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শঙ্খজাতি।

এই জাতীয় যন্ত্রের মধ্যে শঙ্খ ও গোমুখ এই দুইটীই প্রচলিত আছে। শঙ্খ ইহাদের মধ্যে আদিমতর, এমন কি ইহা সমুদয় ফুৎকার যন্ত্রেরই আদি, কেবল শৃঙ্গের সঙ্গে সমসাময়িক—শঙ্খের বিষয় পূর্ব্বে এক প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা যে সমুদয় যন্ত্রের আদি, বার্ণি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত ইতিহাসবেত্তারাও এ মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিনল যন্ত্র।

তিক্তিরী।

ইহা একটী দ্বিনল যন্ত্র। এ জাতীয় এই একটী মাত্র যন্ত্রই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, ইহাকে সচরাচর তুবড়ী বলে। সামান্য গ্রাম্য আহিতুণ্ডিকেরা ইহাকে ব্যবহার করে বলিয়া ইহা গ্রাম্যযন্ত্র-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তাহারা ইহাকে সাধারণতঃ তুবড়ী বা পুংগী বলে। এই যন্ত্রের নিম্নদেশে সচ্ছিদ্র দুইটী নল পরস্পর সমসূত্র পাতে সংযত এবং উপরিভাগে একটী তিক্ত অলাবুর (তিতলাউএর) খোল যোজিত থাকে, সেই খোলকে বায়ুকোষ বলে। তাহার উপরিভাগ নলাকার ও ঈষৎ বক্র হয়, এবং সেই নলাকারের শিরোদেশে একটী ছিদ্র থাকে, তাহাকে ফুৎকার-রন্ধ্র বলে। এই যন্ত্রে আর নয়টী রন্ধ্র আছে, ইহার নির্ম্মাণে কটুতুম্বী বা তিক্ত অলাবু ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার নাম তিক্তিরী হইয়াছে। ইহাকে ইউরোপীয় সঙ্গীত ইতিহাস লেখকেরা তিত্তি (Titty) বলিয়া থাকেন*। ইহার সঙ্গে তাঁহারা ইউরোপীয় ব্যাগ্‌পাইপের তুলনা করেন। কিন্তু আমাদের তিক্তিরী বা তুবড়ীর সঙ্গে অধুনাতন ব্যাগ্‌পাইপের নির্ম্মাণ-

* Travels in Siberia, by S. S. Hill, Esq.,

বিধির অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাগ্‌পাইপের বায়ুকোষ চর্ম্মের, কিন্তু তিক্তিরীর বায়ুকোষ অলাবুর, সুতরাং ইউরোপীয়েরা যে কিরূপে এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন, তাহা বলা যায় না। কোন কোন স্থলে অতি পূর্ব্বকালে মুনি ঋষিদিগের সময়ে অলাবুর অভাবে মৃগচর্ম্ম ব্যবহৃত হইত, সুতরাং তদানীন্তন তিক্তিরী ও অধুনাতন ব্যাগ্‌পাইপ এ উভয়েই সমান হইতে পারে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ বলেন যে, পূগী ও তুবড়ী একই। এই তুবড়ী যন্ত্র কখন কখন নাসিকা দ্বারাও বাদিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে নাসাবংশীও বলে, যাহা হউক এ যন্ত্রের এক নলে একাঙ্গুলি অন্তর নয়টী ছিদ্র, আর এক নলে পাঁচটী ছিদ্র আছে, নয়টীর সর্ব্ব নিম্নস্থ দুইটী ছিদ্র মোম দ্বারা আবদ্ধ থাকে, সর্ব্বোচ্চ ছিদ্রটী নলের পশ্চাৎ দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। অপর নলস্থ পাঁচটী ছিদ্রের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থটী আমুক্ত থাকে, আর তিনটী মোম দিয়া বদ্ধ করা হয়, শেষোক্ত নলটী স্বরযোগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আর প্রথমোক্ত নলে যে সাতটী ব্যবহার্য্য ছিদ্র আছে, বাজাইবার সময় তাহাদের উপর আবশ্যক মত অঙ্গুলি বিক্ষেপ করিয়া ফুৎকাররন্ধ্রে ফুৎকার দিলে বিভিন্ন স্বর নির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ বংশীযন্ত্রে যে রূপ ফুৎকার দেওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা এখানে ফুৎকার প্রদানপ্রণালী অনেক বিভিন্ন। এখানে একবারে মুখ পরিপূর্ণ বায়ু লইয়া ক্রমে ক্রমে আবশ্যক মত পরিত্যাগ করিতে হয়।

এই দ্বিনল যন্ত্র শুদ্ধ ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীস্থ প্রায় সমুদয়

দেশেই অতি পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। পারস্যের নেয়াম্বানা প্রাচীন মিসরের জুক্কোয়ারা এবং আধুনিক মিসরীয় আর্গুল এবং জুমারা যন্ত্রও অবিকল এই রূপ, তবে ইহার একটী নল অপরটীর অপেক্ষা দীর্ঘতর। মিসরীয় নাবিকেরা সচরাচর যে দ্বিনল যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার নাম জুমারা, তাহা আর জুক্কোয়ারা একই, ইহাদের উভয় নলই সমান দীর্ঘ। দুইটী নল যখন বিভিন্ন এবং অলাবুশূন্য থাকে, তখন মিসরীয়েরা তাহাকে থাম বলে। গ্রীসে ও রোমে এই যন্ত্র পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহারা স্বর নিয়মের জন্যে কীলক দিয়া নলের ছিদ্রগুলিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। এ দেশেও তৎপরিবর্ত্তে মোম ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাকে হিব্রুদের বাইবেলের দানিয়েল অধ্যায়ে সাম্‌ফোনিয়া (Sumphonia) বলিয়া থাকে, ইহা ইটালীর অধুনাতন জাম্‌পোগ্‌না (Zampogna)। ও হিব্রু মাগ্রেপাও সাম্‌ফোনিয়ার মত। কিন্তু অঙ্গগত অনেক বৈলক্ষণ্য আছে।

শুষির যন্ত্র।*

যাবতীয় প্রধান প্রধান ফুৎকার যন্ত্র বর্ণিত হইল। তত যন্ত্রের সৃষ্টির পরে ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে যাবতীয় ততযন্ত্রের পরে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সঙ্গীতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, ফুৎকার যন্ত্র ততযন্ত্রের পরেই সৃষ্ট হইয়াছে। ততযন্ত্র ও ফুৎকারযন্ত্র এ উভয়ের নির্ম্মাণকৌশল নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, প্রথমোক্তের অপেক্ষা শেষোক্তের নির্ম্মাণপ্রণালী অধিক সূক্ষ্ম ও দুরূহ। সঙ্গীত মানবের প্রকৃতি-সিদ্ধ, ইহার উন্নতিও মানবের উন্নতির অনুসারিণী—মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও দর্শনশক্তি যত পরিবর্দ্ধিত হইবে, ইহারও পরিপুষ্টি ততই সংলক্ষিত হইবে। সুতরাং মনুষ্য-সমাজ যখন নিতান্ত শৈশবাবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, যখন মানবের বুদ্ধিচাতুরী সমধিক অপরিপুষ্ট ছিল, যখন তাহাদের অভাববৃত্তি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল, তখন তাহারা যাহা কিছু প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাপ্ত হইত তাহারই ব্যবহার জানিত, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুরই অভাববুদ্ধি তাহাদিগকে নূতন আবিষ্করণে উত্তেজিত করিত না, সুতরাং তখনই অনায়াসলভ্য প্রাকৃতিক-উপায়-সুলভ-কণ্ঠ-সঙ্গীত তাহাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল, কণ্ঠ-সঙ্গীত সকলকারই ভাগ্যে ঘটে

* ফুৎকার প্রভবো বাদ্যঃ পূর্ব্বং তন্ম্ খরছুতঃ।